আসেন এবং অধিকাংশ সময় জোড়াসাঁকোয় মাতামহের আলয়ে থাকিতেন। সামান্য বাংলা ভিন্ন অন্য কিছু তিনি শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু এই শিক্ষা লইয়াই তিনি তাঁহার সময়ে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় "সংবাদ প্রভাকর" সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পর "রত্নাবলী" নামে একখানি পত্রিকা তাঁহারই সাহায্যে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হইত। শেষে উহা দৈনিকে পরিণত হয়। "পাষণ্ড পীড়ন" ও "সাধুরঞ্জন" নামে দুই খানি পত্রিকা ও "প্রভাকর" নামে একখানি সুবৃহৎ মাসিকও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬২ সালে ভারতচন্দ্রের জীবনী-সম্বলিত তাঁহার গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন এবং দুই বৎসর পরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১২৬৫ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

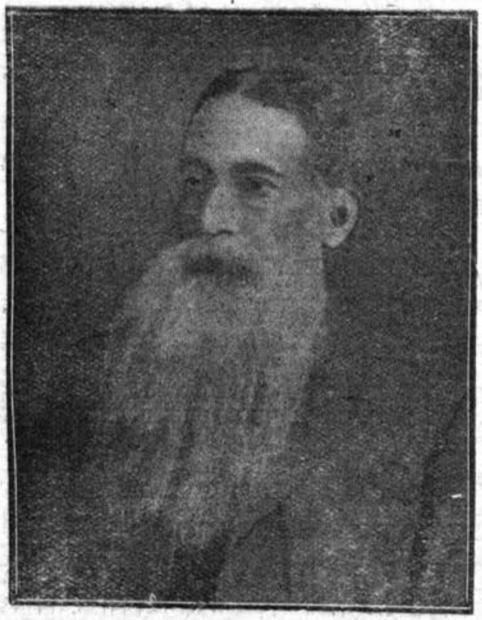
উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—ইনি প্রথম বাঙালী পদব্রজে পৃথিবীপর্য্যটক করিয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণ মণ্ডল—ইনি বাওয়ালী নিবাসী একজন জমীদার ছিলেন। কালীঘাটের শ্রীশ্রীশ্যামরাই বিগ্রহের মন্দির ১৮৪৩ সালে ইহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

উদয়নারায়ণ ব্রহ্মচারী—ঠনঠনিয়ায় শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী নামে যে দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন ইহা উদয়নারায়ণ নামক এক শাক্ত ব্রহ্মচারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন ইহার প্রতিষ্ঠা হয় তখন তথাকার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলময় ছিল। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর হালদার-বংশীয় একজন পুরোহিতের উপর এই মন্দিরের ভার অর্পিত হয়। তখন দেবীমূর্ত্তি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ছিল।

উদমন্ত সিংহ (রাজা)—ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা দেবী সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নশীপুরের মহারাজাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক নগদী-সেনা ছিল। রেওয়ার রাজার বিরুদ্ধে অভিযানকালে ইনি কোম্পানীকে সেনা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। মুর্শীদাবাদের নবাব নাজিম আলিজার সময় ১৮১০ হইতে ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত ইনি দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারে ইহার নামে একটি রাস্তা আছে।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি সাধারণতঃ ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী নামে খ্যাত। ইনি ১২৫১ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮৪৪ সালে খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে এটর্ণীর কার্য্য গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই আইন-শিক্ষায় অনুরাগ জন্মে।



১৮৬৪ সালে বিলাত যাত্রা করেন এবং চারি বৎসর পরে তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন ও কলিকাতায় উক্ত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ইনিই এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল

হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য এবং উহার প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লাভ করেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতির প্রথম সভাপতি এবং পরে আর একবার ঐ আসন গ্রহণ করেন। দুইবার হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে গিয়া প্রিভি-কাউন্সিলে ব্যবসায় করিতে থাকেন। তথায় ১৯০৬ সালে ক্রয়ডনে "খিদিরপুর হাউসে" তাঁহার মৃত্যু হয়।

উমেশচন্দ্র দত্ত—ইনি রামবাগানের দত্তবংশ-সম্ভূত। ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান্ ছিলেন এবং বহু দিন যাবৎ কলেক্টরের কার্য্য করেন। ইঁহার নামে একটি রাস্তা আছে।

উমেশচন্দ্র দত্ত—ইনি ১৮৪০ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি হিন্দু স্কুলে, কোন্নগরে ও বেথুন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। হরিনাভিতে ইনি একটি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন, কিন্তু তথাকার লোকের প্রতিকূলতায় উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় ইঁহার দেশবাসী এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ইঁহার পিতামহীর দেহত্যাগ ঘটিলে দোকানদারেরা শবদাহের জন্য কাষ্ঠ বিক্রয়ও করে নাই। উমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, সিটি কলেজ ও মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ৪৫ বৎসর ধরিয়া ইনি "বামাবোধিনী" পত্রিকা পরিচালিত করেন। ১৩১৪ সালে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

উমেশচন্দ্র দত্ত—ইনি ১৮২৭ সালে বহুবাজারের দত্ত-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী হইতে বঙ্গানুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সঙ্গীতরচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তাঁহার গানগুলি অধিকাংশই হাস্যরসাত্মক ছিল। তাঁহার অধিকাংশ গানই চন্দননগরের ধীরাজ নামক বিখ্যাত গায়ককর্ত্তৃক গীত হইত। উমেশচন্দ্র Hindoo Metropolitan College প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১৮৬১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (মহারাজা)—১৮৩৩।৩৪ সালে দুস্থ ছাত্র ও দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যার্থ "শোভাবাজার বেনেভোল্যান্ট সোসাইটি" নামে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ইনিই তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কেশব রায়চৌধুরী—ইনি বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ। কিংবদন্তী এইরূপ, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়া কালীকুণ্ডতীরে প্রস্তর-খোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া ইনি এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই কালীঘাটের শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রতিষ্ঠার মূল। তিনিই প্রথম দেবীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। আবার এরূপও জনশ্রুতি আছে, তাঁহার পুত্র সন্তোষ রায়ের অর্থে তদীয় পুত্র রামলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায়ের যত্নে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে কালীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কালীশঙ্কর ঘোষ—ইনি সেকালের একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ইঁহার বাটীতে তান্ত্রিকমতে অতি ভয়ানক ভাবে কালীপূজা হইত। শ্যামাপূজার রাত্রে মদ্যপান অব্যাহতভাবে চলিত এবং বলির রক্তে প্রাঙ্গণ ডুবিয়া গিয়া, নর্দ্দামা দিয়া রক্তস্রোত বহিয়া যাইত।

কালীপ্রসাদ দত্ত—ইঁহার পিতার নাম চূড়ামণি দত্ত। ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের পূর্ব্বতন ধনীলোক। চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময় একটা গোলযোগ ঘটায় নবকৃষ্ণ তাঁহার দলস্থ কায়স্থগণকে শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করিতে না দেওয়ায়, কালীপ্রসাদ বড়িশা বেহালার জমিদার সন্তোষ রায়ের শরণাপন্ন হন। তিনি তথা হইতে নিজ দলস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে লইয়া কালীপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃদায় হইতে উদ্ধার

করেন। এজন্য দত্ত-মহাশয় ব্রাহ্মণদের পাথেয় বিদায় হিসাবে বহু অর্থ দান করেন। কথিত আছে, এইরূপ দান-গ্রহণ সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া সন্তোষ রায় তাহা কালীঘাটের মন্দির-নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করেন।

কৃষ্ণরাম বসু—ইনি ১৭৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নবাবকর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর ক্ষতিপূরণের টাকা অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয়, ইনি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইনি প্রথমে লবণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। তৎপরে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে হুগলীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইনি বহু সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাশীতে বহুমন্দির প্রতিষ্ঠা, কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত পথিপার্শ্বে আম্র বৃক্ষ রোপণ, গয়ায় রামশীলার সোপানশ্রেণী প্রস্তুত এবং ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময় একলক্ষ টাকার চাউল বিতরণ উল্লেখযোগ্য। মাহেশের সুপ্রসিদ্ধ রথের ইনিই প্রবর্ত্তক।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড)—ইনি ১৮১৩ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যাপক ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে এবং ডাক্তার ডফের সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। "The Inquirer" নামে তিনি একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সরকারের সহায়তায় তিনি Encyclopaedia Bengalensis নামে ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত একখানি গ্রন্থ ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশ করেন এবং ষড়দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি ভাষা জানিতেন। তিনি প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে বিশপ কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ডক্টর্ অব্ ল ডিগ্রী এবং সি-আই-ই উপাধির দ্বারা সম্মানিত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বেথুন সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশন, এসিয়াটিক সোসাইটি, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন ও বোর্ড্ অব্ একজামিনারের সদস্য ছিলেন।

কান্তবাবু—সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পূরানাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তিনি কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৃটিশের অভ্যুদয় সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি প্রথম হইতেই তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং হেষ্টিংসের বিশেষ উপকার করেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া পরে মুচ্ছুদ্দি এবং শেষে দেওয়ানের (Confidential Secretary) পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি গভর্ণরের সহিত কলিকাতায় বাস করিতেন। সে সময় সরকারের নিকট তাঁহার ন্যায় খ্যাতি-প্রতিপত্তিশালী আর কেহ ছিলেন না। কলিকাতায় জাতিঘটিত মোকদ্দমার বিচারের ভার তখন তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল।

কিশোরীচাঁদ মিত্র—ইনি প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ১৮২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ডফ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৪৪ সালে এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর," "বেঙ্গল হরকারা" এবং "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর "ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড" নামক সংবাদপত্রখানি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সদস্য হইয়াছিলেন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় প্রথমে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরে জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—মহাভারত-অনুবাদক সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতের অনুবাদ তাঁহার অতুল কীর্ত্তি হইলেও তাঁহার রচিত "হুতোম পেঁচার নক্সা" সেকালের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল। মহাভারত প্রকাশকল্পে তিনি এত অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল এবং সে জন্য মূল্যবান জমিদারী ও কলিকাতার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। লং সাহেব নীলদর্পণের

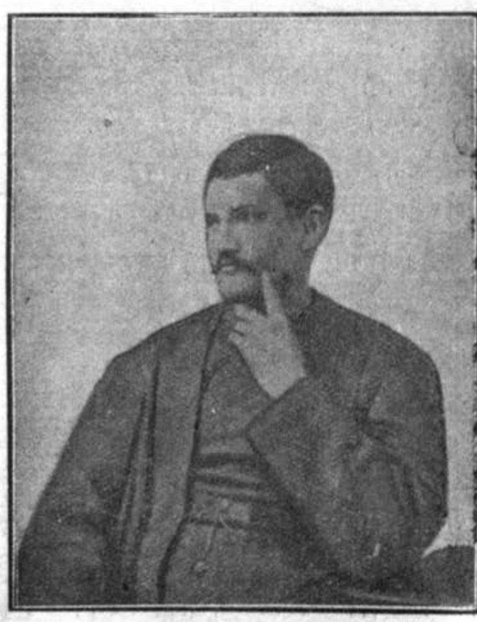
ভাষান্তর করিয়া দণ্ডিত হইলে তিনি টাকা দিয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের



তিনি একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট্" পত্রিকার একজন প্রথম ট্রাষ্টী ছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন—সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সমাজ-ধর্ম্ম-সংস্কারক কলুটোলার খ্যাতনামা রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র ১২৪৫ সালে ৫ই অগ্রহায়ণ, ইং ১৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বেঙ্গল ব্যাঙ্কে সামান্য বেতনের একটি চাকুরী গ্রহণ করেন, তৎপরে উহা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন এবং "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর তিনি "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। পরে তিনি মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে প্রচারার্থ গমন করিয়া তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিক্ষেপ করিয়া আসেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইলে সমাজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিয়া "ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা" নামক তৎপ্রতিষ্ঠিত সভাকে আশ্রয় করিয়া একটি ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। এই সময়েই নারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে "ব্রাহ্মিকা সমাজ" নামে একটি নারী-সমাজও প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬৬ সালে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক এক নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম রাখা হয়। কেশবচন্দ্র উক্ত নব সমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণার্থ সদলে নগরকীর্ত্তন করিয়া তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ছয়-সাত মাস তথায় থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে বহু বক্তৃতা করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই "ভারত-সংস্কার সভা" নামে একটি সভা এবং "ভারতাশ্রম" নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার কন্যার কুচবিহারে বিবাহ ব্যাপার লইয়া দলাদলির সৃষ্টি



হয় এবং তাঁহার দলের অধিকাংশ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" নাম দিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ

স্থাপন করিলে, তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত সমাজের "নববিধান" নাম দিয়া তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। ১২৯০ সালে, ইং ১৮৮৪ তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।



কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম মেডিক্যাল্ কলেজের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন।

কাশীপ্রসাদ মিত্র—ইনি একজন স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। শবদাহের জন্য তাঁহার নামে চিৎপুরে একটি ঘাট আছে।

কৃষ্ণদাস পাল—১২৪৫ সালে বৈশাখ মাসে, ইং ১৮৩৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি ২৪ পরগণার জজ্ আদালতে অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়েই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতে থাকেন। পরে উহার সম্পাদক হন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তেজস্বিতার সহিত উহার পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও বড়লাটের সভার সদস্য ছিলেন। তাঁহার



সময়ে তাঁহার ন্যায় সুবক্তা বিশেষ কেহ ছিলেন না। সরকারকর্ত্তৃক তিনি প্রথমে রায় বাহাদুর, পরে C.I.E. উপাধি প্রাপ্ত হন। জনসাধারণের নিকটও তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে তাঁহার একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১২৯১ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৮৪ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—ইনি আনুমানিক ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষিত প্রজাহিতৈষী জমিদার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি দানশীল ছিলেন, অভাবগ্রস্ত লোকেদের কখনও বিমুখ করিতেন না। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনেক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। বীডন-উদ্যানে ইঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১২৫৩ সালে মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। হাইকোর্টে ওকালতি



করিতেন। ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী রেজিষ্ট্রার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে শিক্ষা-বিষয়ে ইনি বহু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ সভা স্থাপনে ইনি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ইনি একজন নির্ভীক সদস্য ছিলেন। ইনি তৎ সময়ে অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। বীডন-উদ্যানে ইঁহার স্মৃতি-চিহ্ন আছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত—১৮৫১ সালে ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। এখানকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন এবং তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং বাখরগঞ্জের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি নানা স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিয়া কলিকাতায় রাজস্ব-পরিষদে জুনিয়ার সেক্রেটারী পদে কার্য্য করেন। তিনি বাংলার এক্সাইস্ কমিশনার এবং তৎপরে উড়িষ্যার কমিশনার এবং ট্রিবিউটারি মহলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ইনিই প্রথম বাঙালী অস্থায়ী ভাবে কলিকাতার রাজস্ব-পরিষদের সদস্য হন। তিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং কিছুকাল ভারতীয় মৎস্য-সমিতিরও নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। লণ্ডনে ভারত-সচিবের সভারও তিনি সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এ-পদ পান নাই। সরকার তাঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৬ সালে তিনি লোকান্তরিত হন।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়—১২২৭ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগর রাজপরিবার দেওয়ান-চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পার্সী ও বাংলা শিখিয়া ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন। ইনি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়া পরে তথাকার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত" নামক কৃষ্ণনগর রাজবংশের একখানি বৃহৎ ইতিহাস ইনি রচনা করেন। ইহা ব্যতীত "গীতমঞ্জরী" এবং একখানি আত্মজীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। সুবিখ্যাত নাট্যকার ও হাস্যরসাত্মক গীত রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার অন্যতম পুত্র। ১২৯২ সালে, ইং ১৮৮৫ সালে ইঁহার দেহান্ত ঘটে।

কৈলাসচন্দ্র বসু—ইনি ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে মিলিটারী একাউন্টেন্ট্ অফিসে একটি কার্য্য পান। ইনি "Literary Chronicle" নামে একখানি ইংরেজী মাসিক বাহির করেন। হিন্দু প্রেট্রিয়ট্, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড ও বেঙ্গলী পত্রে ইনি ইংরেজীতে নানা বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এ-দেশের স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। অষ্টাদশ বর্ষকাল তিনি বেথুন্ সভার সম্পাদক ছিলেন এবং Civil Finance Commissionএর সহকারী

সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৮ সালে ইঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইনি ফেয়ার্লী ফার্গুসন্ কোম্পানীর অফিসে মুচ্ছুদ্দির কার্য্য করিয়া বিপুল



ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে একটি গলি আছে। জন্ম ১২১৬ সালের শ্রাবণ ও মৃত্যু ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে। হিন্দু ইন্টেলিজেন্স্ নামে বিখ্যাত কাগজের সম্পাদক এবং ইংরেজীতেও সুকবি ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—১২৬৬ সালে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ভবানীপুরে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি বার বৎসর কাল "হিতবাদী" নামক সংবাদপত্র অতি নির্ভীক ও তেজস্বিতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদে "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" নামক পত্রিকা-খানি দেড় বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি "এণ্টি-ক্রিষ্টিয়ান" এবং "কস্মোপলিটান" নামক আর দুইখানি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি "কড়ি ও কোমল" নামক একখানি কবিতা গ্রন্থ এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সটীকা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিতবাদী পত্রিকায় "রুচিবিকার" নামে ব্রাহ্মগণের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ দ্ব্যর্থবোধক একটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি জাপান ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে জাহাজে (১৩১৪ সালে ১৯শে আষাঢ়, ইং ১৯০৭ সালের) ৪ঠা জুলাই তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়।

কাশীনাথ ঘোষ—সিমলার প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাশীনাথ ১৭৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ধনকুবের রামদুলাল সরকারের সহিত একত্র ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। তিনি একজন দাতা, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি এক সময় লটারি খেলায় ৫০,০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় তাঁহার অধীনস্থ আর চারিজন তাঁহার কর্ম্মচারীর অর্থে আর চারিখানি টিকিট তাঁহারই নামে ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি নিজে পঞ্চমাংশের এক অংশ মাত্র লইয়া ৪০,০০০৲ টাকা কর্ম্মচারীদের প্রদান করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কামিনী রায়—ইনি এ-যুগের মহিলা কবিদের শীর্ষস্থানীয়া। ইনি বাখরগঞ্জ জেলায় বাসণ্ডাগ্রামে ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা চণ্ডীচরণ সেন। প্রথম



কবিতা পুস্তক "আলো ও ছায়া" কবি হেমচন্দ্রের ভূমিকাসহ ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। গুঞ্জন, নির্ম্মাল্য, পৌরাণিকী, মাল্য ও নির্ম্মাল্য, অম্বা ইত্যাদি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কবি-প্রতিভার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিখ্যাত 'জগত্তারিণী' পদক ১৩৩৬ সালে প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি দ্বিতীয় মহিলা এই পদক পান। ১৩৪০ সালে আশ্বিন মাসে তাঁহার বালীগঞ্জের বাটীতে মৃত্যু হয়। সিভিলিয়ান জজ কে, এন, রায় তাঁহার স্বামী ছিলেন। ইনি ১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালে ভারতে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হন চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। কামিনী সেন (রায়) দ্বিতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট হইয়াছিলেন।

খেলাতচন্দ্র ঘোষ—পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষের পৌত্র খেলাতচন্দ্র একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্ ছিলেন এবং ধর্ম্মরক্ষিণী সভার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। ইহার নামে ও দানে খেলাৎ ইন্‌ষ্টিটিউশন আজিও বর্ত্তমান।

গুরুচরণ দত্ত—ইনি হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪২ সালে গরাণহাটার বাঁধা-বটতলার উত্তরদিকে মেট্রপলিট্যান একাডেমী নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র বসাক—১৮২৯ সালে ইহার দ্বারা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র। ইনিই বাঙালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন।

গোবিন্দরাম মিত্র—কুমারটুলীর মিত্র-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম রত্নেশ্বর মিত্রের পুত্র ও হংসেশ্বর মিত্রের পৌত্র ছিলেন। ১৬৮৬।৮৭ সালে ব্যারাকপুরের নিকট হইতে প্রথমে গোবিন্দপুর, পরে কুমারটুলীতে উঠিয়া আসেন। পলাশী-যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে ডেপুটী ফৌজদার নিযুক্ত করেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহাকে "ব্লাক ডেপুটী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী ও দুর্দ্দান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আনুমানিক ১৭৩০ সালে তিনি নবরত্নের মন্দির নামে একটি সুবৃহৎ ও সুউচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, বর্ত্তমান অক্‌টার্লনী মনুমেণ্ট অপেক্ষা উচ্চতায় ইহা অধিক ছিল। ১৮২০ সালের ভূমিকম্পে ইহা ভূমিসাৎ হয়।

গোকুলচন্দ্র মিত্র—বাগবাজারের মদনমোহন-মূর্ত্তি ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনিই বহু অর্থব্যয়ে শ্রীরাধা মদনমোহনের ঠাকুর-বাড়ী, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখানে বহু দিন পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত পূজা-পার্ব্বণ যথেষ্ট ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইত। শ্রীশ্রীমদনমোহন-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে

কিংবদন্তী এইরূপ—বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ মিত্র মহাশয়ের নিকট তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহন-বিগ্রহ বন্ধক দিয়া এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লন। পরে রাজা মদনমোহনকে যখন উদ্ধার করিতে আসেন তখন একটি অনুরূপ বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া তাহাই রাজাকে প্রদান করা হয়। শ্রীরাধিকার মূর্ত্তিটি তিনিই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চাঁদনী চকটি এই বংশের সম্পত্তি।

গণেশচন্দ্র চন্দ্র—ইনি একজন খ্যাত-নামা এটর্ণী ছিলেন। জি, সি, চন্দ্রএণ্ড কোম্পানী নামক এটর্ণী ফার্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি শেরিফ, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কলিকাত মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য রূপে নানা জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।

গুরুদাস রায় (রাজা)—ইনি মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র। ইনিই নবাব মীরজা-ফরের আমলে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, বর্ত্তমানে বীডন গার্ডেন যে স্থানে অবস্থিত, তথায় তাঁহার আবাস-ভবন ছিল। নন্দকুমারের ফাঁসীর পর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—১২৩৬ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮২৯ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ১৫৲ টাকা বেতনে একটি সামান্য কেরাণীরূপে কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া শেষে রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালী এই পদ প্রাপ্ত হন। সংবাদপত্র-সেবক ও বক্তারূপেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫০ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ চন্দ্রের সহিত একত্র "The Bengal Recorder" নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। "The Hindoo Patriot" পত্রিকা প্রথমে ইনিই প্রকাশ করেন এবং প্রায় তিন বৎসর সম্পাদকতা করেন। তৎপরে হরিশ্চন্দ্র উহার ভার



গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধুর মাতা ও পত্নীর জন্য তিনি আবার কিছুদিন পেট্রিয়টের ভার লইয়াছিলেন। "বেঙ্গলী" পত্রিকাও তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর অতি দক্ষতা ও স্বাধীনতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। শেষজীবনে বেলুড়ে বাসকালীন তথায় একটি সামান্য পাঠশালাকে তিনি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ১২৭৬ সালে আষাঢ় মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

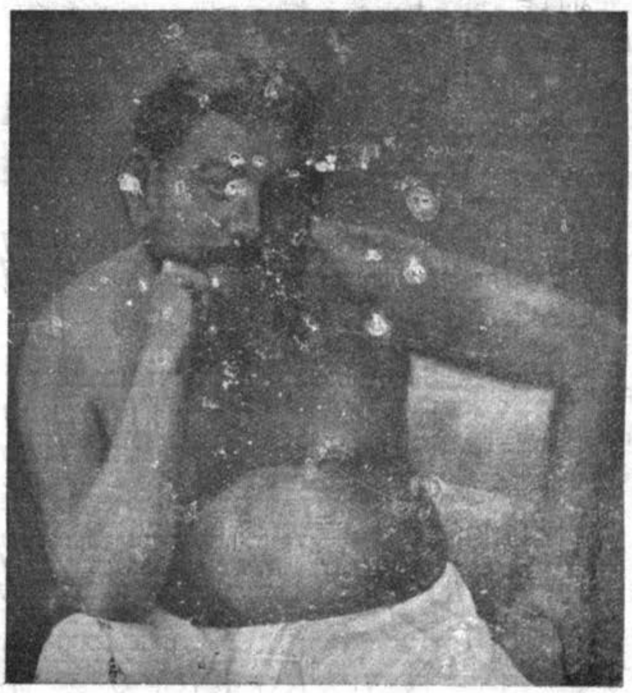
গঙ্গা ময়রা—বাগবাজারে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি কবি ভোলা ময়রার বংশ-সম্ভূত ছিলেন। ইনি একজন ভূতের ওঝা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

গোপালচন্দ্র শীল—চিকিৎসাশিক্ষার্থ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম যাঁহারা বিলাত যান ইনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন এবং একটি সুবৃহৎ ছাপাখানার মালিক ছিলেন। তাঁহার নামে একটি গলিপথ আছে।

গৌরমোহন ধর—ইনি প্রথম বাঙালী প্রাম্বার ছিলেন। ইঁহার নামে একটি গলিপথ আছে।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—ইনি ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর চারি বৎসর বাটীতে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন, ইহাই পরে ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম প্রাপ্ত হয়। ইহাতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে তিনি ইহার সংশ্রব ত্যাগ করেন। গ্রেট্‌ ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি প্রথম অবৈতনিক ভাবে প্রবেশ করিয়া পরে একশত টাকা বেতনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎপরে একে একে মিনার্ভা, ষ্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক ও কোহিনূর থিয়েটারে যোগদান এবং অভিনয়ও করেন। অনেক সময় অধ্যক্ষতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় সুনিপুণ অভিনেতা এবং নাট্যকার কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বসমেত প্রায় সত্তরখানি নাটক, প্রহসন, গীতি-নাট্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ের উপর গিরীশপার্কে (রামবাগানে) প্রতিষ্ঠিত।



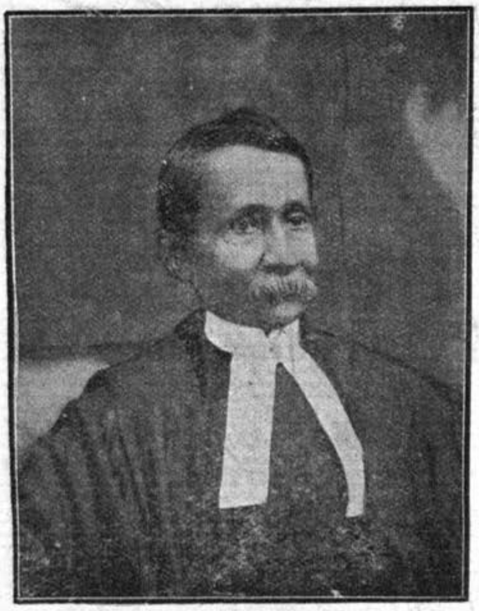
গৌরীশঙ্কর দে—ইনি ১৮৪৫ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা ও এম-এ পরীক্ষায় ইনি প্রথমস্থান অধিকার করেন, তৎপরে বি-এল পাস করেন ও রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। তিনি সাতচল্লিশ বৎসর ধরিয়া জেনারেল এসেম্বিলিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন।



তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক এবং সদস্য ছিলেন।

গৌরী সেন—অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম সামান্য মূলধনে একটি ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া বড়বাজারে বসতি স্থাপন করেন এবং তখনকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের অংশীদার হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। কথিত আছে, তিনি সাতখানি নৌকা বোঝাই করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে রাং চালান দেন। তথায় উহা পৌছিলে তাঁহার কর্ম্মচারী ভৈরবচন্দ্র দত্ত দেখিলেন উহা রাং নহে, রৌপ্য পূর্ণ। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ফেরত পাঠান। এদিকে নৌকা ফেরত আসিবার পূর্ব্বেই গৌরী স্বপ্নে দেখিলেন দেবানুগ্রহে তাঁহার প্রেরিত রাং রূপা হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি এই রৌপ্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন এবং দেবতার প্রত্যাদেশ অনুসারে হুগলীতে নিজগৃহে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিবস্থাপনা করেন। তিনি অসাধারণ দাতা ছিলেন। এই দানশীলতার সুযোগ লইয়া অনেক অসাধু ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে। কেহ অর্থাভাবে আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে অসমর্থ হইলে গৌরী সেনের নিকট প্রার্থী হইলেই তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। ইহা হইতেই "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন" কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণের উজ্জ্বল আদর্শ স্যর গুরুদাস ১২৫০ সালে মাঘ মাসে, ইং ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ সালে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। হিন্দু আইনে অভিজ্ঞতার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এল উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ সালে ছোটলাটের কাউন্সিলের সদস্য ও ১৮৮৯ সালে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন এবং এই বৎসরই "নাইট্" উপাধি ভূষিত হন। পর বৎসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-



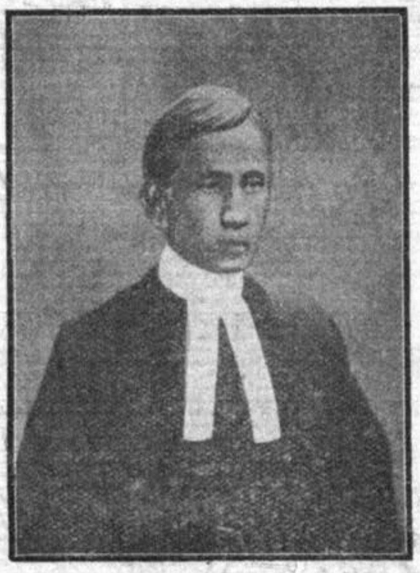
চ্যান্সেলার (প্রথম বাঙালী ভাইস্ চ্যান্সেলার) পদে ব্রতী হন এবং পরে গভর্ণমেন্ট স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় সভার কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালন করেন। ইংরেজী ও বাংলায় তিনি অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্য বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াও তিনি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অন্তরে-বাহিরে খাঁটি হিন্দু ছিলেন। ১৩২৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত—স্বর্ণকুমারী দেবীর সমসাময়িক ছিলেন। কলিকাতা, ভবানীপুরে ১২৩৫ সালে গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয়। এ-যুগে মহিলা কবিদের মধ্যে ইনিই অগ্রণী। কলিকাতায় বহুবাজারের অক্রূর দত্ত-বংশে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। ইনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। "অশ্রুকণা" প্রকাশের সঙ্গে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির মহিমা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার অন্যান্য পুস্তক 'ভারত-কুসুম', 'কবিতাহার,' 'আভাষ, 'পূর্ব্বচ্ছায়া,' 'শিখা,' 'সিন্ধু-গাথা,' 'স্বদেশিনী'। হিন্দু কুলবধূ হইয়া তাঁহার এরূপ কবিত্ব-শক্তি বিকাশ আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৩৩২ সালে ভবানীপুরের বাটীতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার তৈলচিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রতিষ্ঠিত আছে।

চিত্তে ডাকাত—কথিত আছে, চিত্তে নামক একজন দস্যুদলপতি বাগবাজারে গঙ্গার ধারে চিত্রেশ্বরী নামক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীর নাম হইতেই চিৎপুর নাম হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক নরবলি হইত বলিয়া জনপ্রবাদ আছে।

চন্দ্রমাধব ঘোষ—ইঁহার পিতার নাম দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, জন্মস্থান বিক্রমপুর। ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বর্দ্ধমানে উকীল সরকারে কাজ করেন। পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া ডেপুটী-কলেক্টর হন।



তৎপরে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া ১৮৮৫ সালে হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন। তিনি কিছুদিন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির কাজও করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। পরে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "নাইট্" উপাধিতে ভূষিত হন।

চিত্তরঞ্জন দাশ—চিত্তরঞ্জনকে সাধারণতঃ লোকে সি, আর, দাশ বলিয়া জানিত। তিনি ১২৭৭ সালে ২০শে ফাল্গুন, ইং ১৮৭০ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি-এ পাস করিয়া ইংলণ্ড যান এবং তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন ও হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রবেশ করেন। তৎপরে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমায় তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অতি শীঘ্র যশস্বী হইয়া উঠেন এবং আদালতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার বলিয়া পরিগণিত হন। সাহিত্যিক-হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বড় কম নহে। তাঁহার রচিত "মালঞ্চ" ও "সাগর-সঙ্গীত" বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পদ। "নারায়ণ" নামক একখানি মাসিক পত্র দক্ষতার সহিত তিনি কতিপয় বৎসর সম্পাদন করেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বব্যাপী যশের কারণ এ-সব নহে। এ-সব ত্যাগ করিয়া যেদিন হইতে তিনি দেশের জন্য তথা ভারতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিলেন সেই দিন হইতে তিনি "দেশবন্ধু" আখ্যা পাইলেন। ১৯২০ সালে তিনি ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অতি শীঘ্র (শুধু বাংলায় নয়) একজন ভারতপূজ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। দেশের কাজ করিতে গিয়া তিনি অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালে এজন্য তাঁহার কারাবাস হয়।

তিনি দুইবার প্রাদেশিক সভার সভাপতি এবং একবার জাতীয় মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনিই কলিকাতার প্রথম মেয়র হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি দেশের একজন প্রধান নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। ইঁহার ফলে ও রাজনৈতিক কার্য্যে অজস্র পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার-মানসে কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙের "ষ্টেপ্ এসাইড্" নামক ভবনে অবসর গ্রহণের জন্য বাস করেন।

কিন্তু বাংলা তথা ভারতের দুর্ভাগ্য, ১৩৩২ সালে ২রা আষাঢ়, ইং ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন অসময়ে তিনি তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার শোকে সমগ্র দেশ অভিভূত হয় এবং তাঁহার নশ্বর দেহ কলিকাতায় আনীত হইলে, যে অপূর্ব্ব আড়ম্বরের সহিত বিপুল জনসঙ্ঘ তাহা কেওড়াতলার শ্মশানে লইয়া যায় তাহা ভারতের ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি একজন অসাধারণ দাতা ছিলেন। তাঁহার শেষ সম্বল তাঁহার রসারোডের বাসভবনখানিও তিনি সাধারণের জন্য দান করিয়া যান। সেই বাটীতে "চিত্তরঞ্জন সেবা সদন" প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতার একটি প্রধান পথ 'চিত্তরঞ্জন এভেনিউ' তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতিমন্দির ৫৬ হাত উচ্চ প্রস্তরের সৌধ কেওড়াতলার শ্মশানক্ষেত্রে নির্ম্মিত।

চন্দ্রনাথ বসু - ইনি ১২৫১ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম এবং বি-এল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রথমে ওকালতি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভাল না লাগায় জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ এবং পরিশেষে গভর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি একজন বঙ্গভাষার চিন্তাশীল লেখক। শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, সাবিত্রী-তত্ত্ব, ফুল ও ফল প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালে ইনি পরলোকগত হন।

চন্দ্রনাথ পাল—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ষ্ট্রাণ্ড রোডের চাঁদপাল ঘাট যথায় অবস্থিত, সেইস্থানে চন্দ্রনাথ পাল নামে এক মুদী দোকান করিতেন। তাঁহার নাম হইতেই চাঁদপাল ঘাটের নাম হইয়াছে।

জগবন্ধু বসু—ইনি ১৮৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি সম্মানের সহিত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এম-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম আকায়াব হাসপাতালের ভার গ্রহণ করেন, তৎপরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ডিমনষ্ট্রেটর, পরে এনাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সভাপতি এবং ১৮৯৬ সালে তিনি মেডিক্যাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগণার দণ্ডিরহাট গ্রামে, তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জগদীশনাথ রায়—ইনি কাঁচড়াপাড়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ইনি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর ইনি বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার "বিষবৃক্ষ" ইঁহার নামেই উৎসর্গ করেন। ইঁহার নামে একটি পথ আছে।

জনার্দ্দন শেঠ—ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিতীয় দালাল। এই কার্য্যের দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার আদি পুরুষ মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সপ্তগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া সর্ব্বপ্রথম গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে, এইরূপ জনপ্রবাদ। জনার্দ্দনের পুত্র বৈষ্ণবচরণ ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ মাষ্টার—১৮২৯ সালে নিমতলায় ইনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

জয় মিত্র—বরাহনগর ঘাটের দ্বাদশ মন্দির ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবমী পূজার দিন ইঁহার বাটীতে অসংখ্য মহিষ, মেষ ও ছাগবলি হইত এবং বলিদানের রক্ত মাখিয়া মহাউল্লাসে গীতবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পথে মিছিল বাহির হইত।

জয়নারায়ণ চন্দ্র—ইনি ১৭৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী বাংলা ভিন্ন সংস্কৃত, পার্সী ও ফরাসী ভাষায়ও ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি একজন ব্যারিষ্টারের সহকারীর কার্য্য করিতেন। বৰ্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমায় সহায়তা করায় তিনি ইঁহাকে একখানি তলোয়ার ও একটি বন্দুক উপহার দিয়াছিলেন। প্রতাপচাঁদ কিছুকাল তাঁহার চাঁপাতলার বাটীতে লুকাইয়া ছিলেন। ইনি একজন দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বৃন্দাবনের বর্ষাণ গ্রামে ইনি কতিপয় ইন্দারা এবং কাল্নায় ভগবান দাস বাবাজীর ব্রহ্মদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

জয় গোবিন্দ লাহা—ইনি ১৮৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়-কার্য্যে তাঁহার প্রথম প্রসিদ্ধিলাভ ঘটে। সাধারণের কার্য্যেও তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। তিনি কলিকাতার শেরিফ হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পোর্ট কমিশনার, জেলপরিদর্শক, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পরামর্শ সভার সভ্য, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য, বেঙ্গল্ ন্যাশন্যাল্ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, স্বর্ণ বণিক দাতব্য সমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ও বন্যা-প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থ একলক্ষ টাকার মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার দান করেন এবং জুলজিক্যাল গার্ডেনে একটি রসায়নাগার নির্ম্মাণ-কল্পে ১৫,০০০৲ দান করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—ইনিই সর্ব্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত বিশুদ্ধভাবে ছাপাইয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ ঘোষাল (মহারাজা)—ইনি খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষরা গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কিছুকাল সান্দ্বীপের কানন্-গো ছিলেন। জয়নারায়ণ ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। বিনাব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্য বারাণসীতে একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা "জয়নারায়ণ কলেজ" নামে খ্যাত। তথায় গুরুধাম নামে একটি ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া করুণানিধান মহাদেবের নামে উৎসর্গ করেন। তিনি ভূকৈলাসে দুইটি অতি বৃহদায়তনের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্ণময় পতিতপাবনী দেবীর জন্য সুন্দর মর্ম্মরখচিত দেবায়তন নির্ম্মাণ এবং শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামক দুইটি দীর্ঘিকা খনন করান। বহু সৎকার্য্যের জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে তিনি মহারাজা বাহাদুর উপাধি এবং ৩৫০০ ঘোড়সওয়ার সনন্দ প্রাপ্ত হন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—ইনি ১৬৯৬ সালে হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, পিতা রুদ্রনাথ তর্কবাগীশ দেবতার প্রত্যাদেশে পুত্রের নাম জগন্নাথ রাখেন। স্থানীয় টোলে শিক্ষালাভ করিয়া জগন্নাথ স্বীয় বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভাবলে স্মৃতি ও ন্যায়-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং তর্কপঞ্চানন উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজা নন্দকুমার, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা নবকৃষ্ণ হইতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, স্যার উইলিয়ম্ জোন্স, স্যার জন্ শোর প্রমুখ তদানীন্তন খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। বৰ্দ্ধমানের মহারাজা, রাজা নবকৃষ্ণ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে বহু জমি, তালুক ও অর্থ দান করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট আবশ্যক হইলে হিন্দু দায়ভাগ-সংক্রান্ত পরামর্শাদি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। মাসিক ৭০০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট "অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" নামক দায়ভাগ-সংক্রান্ত দুইখানি বিরাট গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা লিখাইয়া লন।

তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের দুইখানি সংগ্রহ-পুস্তক ও দুই-একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একজন শ্রুতিধর পুরুষ ছিলেন। ১৮০৬ সালে ১১১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একজন বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত এবং নাট্যকার, কবি ও রেখা-চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা হইতে বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিলোকরাম পাকড়াশী—পলাশী-যুদ্ধের পর ইনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দেওয়ান ছিলেন। বৌবাজারের নবরত্ন মন্দির ও শিবমন্দির ইঁহার দ্বারা নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

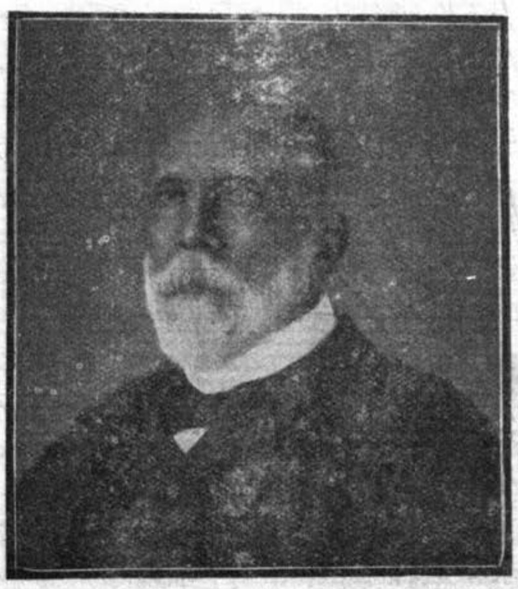
তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—কমল বসুর বাটীতে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ইনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এবং "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা"র সভাপতি ছিলেন। তিনি একখানি বাংলা-ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন এবং কিছুকাল "কুইন" নামক একখানি ইংরেজী পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান সচিব হইয়াছিলেন।

তনু বাবু—হাটখোলার দত্তবংশের খ্যাতনামা মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনু দত্তকে লোকে তনু বাবু বলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে আটজন "বাবু" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তনু বাবুই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কথিত আছে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দামের ঢাকাই কাপড় ভিন্ন তিনি ব্যবহার করিতেন না এবং একবার ব্যবহারের পর তাহা ত্যাগ করিতেন। তাঁহার বাটীতে স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন পিতল কাঁসার তৈজসাদি ব্যবহার হইত না এবং বাটির উপর নীচে সকল অংশ আতর ও গোলাপ জল দ্বারা ধৌত করা হইত বলিয়া প্রবাদ আছে।

তুলসীরাম ঘোষ—ইনি হাওড়ার সন্নিকট জৈতাল গ্রামে হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ঢাকায় খাতাঞ্চির কাজ করিয়া তিনি বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে একটি শিবমন্দির এবং ঢাকায় কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তারকনাথ প্রামাণিক—তারকনাথ তাঁহার সময়ে দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ এবং দীন দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধাতবদ্রব্যের বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল এবং উপার্জ্জিত অর্থের বহুল অংশ দানধ্যানে ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রতি একাদশীর দিন তিনি বহু দীনদুঃখীকে ভিক্ষা, আহার্য্য ও বস্ত্র দান করিতেন। ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্ঞী উপাধি প্রাপ্তিতে কলিকাতার দরবারে সরকারকর্ত্তৃক তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন। সিমলা কাঁসারীপাড়ায় তাঁহার আবাস ছিল।

তারকনাথ পালিত—ইনি ১২৫৮ সালে চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে



ব্যারিষ্টারী করিয়া প্রভূত ধন ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদের বিজ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তাঁহার বিশাল বালীগঞ্জ প্রাসাদ, যাবতীয় সম্পত্তি (প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের) ও পনের লক্ষ টাকা দান করেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩২১ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৯১৪ সালে ইঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—১৮১২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান এবং বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য তিনি তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ৮০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া "বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান" নামক সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন করিয়া তিনি অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। "শব্দস্তোম মহানিধি," "বিধবা বিবাহ খণ্ডন" প্রভৃতি অন্যান্য বহু গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯২ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮৮৫ সালে তিনি কাশীধামে পরলোকপ্রাপ্ত হন।

তারকনাথ ঘোষ—ইনি ১৮১৫ সালে চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যয়নকালে তিনি হেয়ার সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাধারণের সাহায্যে হেয়ার সাহেবের যে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয় তাহার মধ্যে তারকনাথও স্থান পাইয়াছেন। তিনি ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন। প্রথম বাঙালী ডেপুটী কলেক্টরদিগের মধ্যে তিনিই অন্যতম।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র—১২৫১ সালে কোন্নগরে ইঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজ; তৎপরে হুগলী কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর অব্ ল উপাধি প্রাপ্ত হন। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের অধ্যাপক হন ও হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে তিনি ঠাকুর-আইন অধ্যাপক হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, সিণ্ডিকেটের সদস্য, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও বিলাতের



রয়েল্ সোসাইটির সভ্য ছিলেন। ১৮৯৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—২৪ পরগণার অন্তর্গত বাহুড়া গ্রামে ১২৫৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না পাইলেও নিজের চেষ্টায় কতিপয় ভাষা এবং ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রথম ১৮৲ বেতনে একটি সামান্য কার্য্যে প্রবেশ করিয়া শেষে ৬০০৲ বেতনে যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়কের পদ প্রাপ্ত হন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি-বাণিজ্যের অফিসে কার্য্য করিবার সময় তিনি দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অনেক দেশীয় শিল্প রক্ষা পায়। বড় বড়

রেল ষ্টেশনে ভারতীয় কারুকার্য্যের যে সকল দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই চেষ্টায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে গাজরের চাষ দ্বারা তিনি যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে বিলাতের প্রদর্শনীতে তিনি গমন করিয়াছিলেন এবং ইউরোপের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া "Visit to Europe" নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। গভর্ণমেন্টের অনুরোধে "Art Manufacturers of India" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। এতদ্ভিন্ন "জন্মভূমি" "Wealth of India" প্রভৃতি পত্রিকায় খনিজ, উদ্ভিদাদি বিষয়ে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। "বিশ্বকোষ" নামক সুবৃহৎ অভিধানখানি ইনি এবং ইঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম আরম্ভ করেন। ১৩২৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তরু দত্ত—বিখ্যাত রামবাগানের দত্ত-বংশে ১৮৫৬ সালে তরুবালা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় তাঁহাকে ও তাঁহার ভগ্নী অরুকে লইয়া বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য ১৮৬৯ সালে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইউরোপ-যাত্রায় ভারত-মহিলার মধ্যে তরু দত্তই সর্ব্বপ্রথম। ইংলণ্ড হইতে তাঁহারা ফ্রান্সে যান। তরুবালা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অল্প বয়সেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ফ্রান্সে অবস্থান কালে তাঁহার লিখিত "A Sheaf Gleaned French Field" ও "Ballads & Legends of Hindusthan" খুবই আদৃত হইয়াছিল। অকাল মৃত্যু না হইলে তাঁহার কবি-প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিত। ১৮৭৮ সালে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সাধারণতঃ ইনি ডি, এল, রায় নামেই পরিচিত। ইনি স্বনাম-প্রসিদ্ধ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১২৭০ সালে ৪ঠা শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। এম-এ পাস করিয়া ষ্টেট্ স্কলারসিপ্ লইয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষার্থ ইনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া প্রথমে জরীপ বিভাগে কার্য্য শিক্ষা করেন। পরে সেটেল্‌মেন্ট্ অফিসার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং আবগারী বিভাগের ইনস্পেক্টরের কার্য্য করেন। ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন এবং "শাজাহান", "দুর্গাদাস", "রাণাপ্রতাপ", "মেবারপতন", "চন্দ্রগুপ্ত", "নূরজাহান" প্রভৃতি বহু নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রস-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার "হাসির গান" অতুলনীয়। তাঁহার রচিত "আমার জন্মভূমি" "আমার দেশ" "ভারতবর্ষ" "বাঙ্গালা ভাষা" প্রভৃতি গান বাংলা ভাষার চিরস্থায়ী সম্পদ। তিনি ইংরেজী ভাষায় "Lyrics of India" এবং "Crops of Bengal" নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ১৩২০ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ তঁহার মৃত্যু হয়।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চক ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রামে ১২৬০ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার ন্যায় অধ্যবসায়শীল সাহিত্যিক কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে ইনি কার্য্য করিতেন। "অনুসন্ধান" নামে একখানি পত্রিকা ১৮ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত ইনি পরিচালন করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসীম। "পৃথিবীর ইতিহাস", "বাঙ্গালীর গান", "স্বাধীনতার ইতিহাস", "রাণী ভবানী", "বঙ্গের ইতিহাস", "বেদ" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

দীপচাঁদ বেলা—ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম দালাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি খরিদ মালের উপর প্রতি টাকায় আধ পয়সা দালালি পাইতেন।

দর্পনারায়ণ মল্লিক—কৃষ্ণদাস মল্লিকের পৌত্র দর্পনারায়ণ ত্রিবেণী হইতে আসিয়া প্রথম কলিকাতার বড়বাজারে বাসস্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র নয়ানচাঁদ

এবং দামোদর দাস বর্ম্মণের পূর্ব্বপুরুষ মুল্লুকচাঁদ উভয়ে বড়বাজারের পত্তন করেন।

দুর্গাচরণ পিতুড়ী—ইনি একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তেজারতি ও ঠিকাদারী কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর ইনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর—মহারাজা স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ইনি বৃদ্ধপিতামহ ছিলেন। চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অধীনে দেওয়ান থাকিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন।

দ্বারকানাথ মিত্র—১২৪০ সালে, ইং ১৮৩৩-এ হুগলী জেলায় ইঁহার জন্মগ্রহণ হয়। প্রথমে হুগলী কলেজ পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৫৬ সালে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন এবং এ-কার্য্যে অশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ১৮৭৪ সালে ৪১ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। বাঙালী হাইকোর্টের জজের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

দুর্গাচরণ লাহা (মহারাজা)—১৮২২ সালে চুঁচুড়ায় দুর্গাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়-কার্য্যে তিনি বহু অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্ হন, পরে পোর্ট কমিশনারের, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেনেটের সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। তিনি দুইবার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতার শেরিফ এবং মেয়ো হাসপাতালের গভর্ণর হন। তিনি বহু সৎকার্য্যে দান করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি সি-আই-ই, রাজা এবং পরে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে তিনি বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বারাকপুরের সন্নিকট মণিরামপুরে ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুকলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু পিতার অবস্থার অসচ্ছলতা বশতঃ পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। তিনি প্রথম ডেভিড হেয়ারের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। হেয়ার সাহেবের কৃপায় সেই সময় তিনি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া মেডিক্যাল্ কলেজে পড়িবার



অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল্ কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এখানকারও পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়মে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি অবসর পাইলে চিকিৎসাও করিতেন, পরে চিকিৎসাই তাঁহার ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করেন এবং অতি শীঘ্র সুচিকিৎসক বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় রোগ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা কোন চিকিৎসকের ছিল না। স্তর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুত্র। ১২৭৬ সালে ফাল্গুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—ইনি সাধারণতঃ ডি, গুপ্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজের একজন পুরাতন ছাত্র। তাঁহার পেটেন্ট ঔষধ "ডি-গুপ্ত" বিক্রয় দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—১২২৭ সালে, ইং ১৮২০ সালে কলিকাতার নিকট চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালাভ করিয়া প্রথমে তথাকার গ্রন্থরক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া পরে তথাকার অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি কতিপয় বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন, কিন্তু "সোমপ্রকাশ"ই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। "কল্পদ্রুম" নামক একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি কিছু দিন বাহির করিয়াছিলেন। ১২৯১ সালে ভাদ্র মাসে, ইং ১৮৮৬ সালে রেওয়া রাজ্যের সাতনা নামক স্থানে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়—ইনি সরকারের অধীনে কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বাগবাজারে গঙ্গাতীরে তিনি একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

দেবী সিংহ (রাজা)—পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা ঠিক পরে দেবী সিংহ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং তৎকালে তিনি ক্লাইবের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অতি বিশ্বাসের সহিত কোম্পানীর খাজনা আদায়ের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৮১ সালে তিনি দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই সকল কার্য্যে তিনি অতুল যশ ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোম্পানী একটি অভিযোগ আনয়ন করায় বহুদিন তাঁহাকে বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, পরে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলে "মহারাজা" উপাধিতে ভূষিত হন।

দিগম্বর মিত্র (রাজা)—১৮১৭ সালে কোন্নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমিনরূপে প্রথমে ইনি মুর্শিদাবাদে কার্য্য করেন এবং তথায় ক্রমে রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক ও পরে বিস্তৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে পুরস্কার-স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দান করেন। ইহা অবলম্বন করিয়াই প্রথমে নীল ও পরে রেশমের কাজ এবং তৎপরে জমিদারীর দ্বারা প্রভূত সৌভাগ্যের অধিকারী হন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের তিনি প্রথম সহকারী সম্পাদক হইয়া পরে সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটির সম্পাদক ও কলিকাতার প্রথম দেশীয় শেরিফ্ নিযুক্ত হন। তিনি সরকার কর্ত্তৃক রাজা ও সি-আই-ই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৭৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১নং ঝামাপুকুরে তাঁহার আবাস-বাটী অবস্থিত।

দীনবন্ধু মিত্র—কলিকাতার অদূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে ১২৩৬ সালে চৈত্র মাসে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া পরে



কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া তিনি ডাক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মসূত্রে তিনি নানা

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন, কলিকাতা ১৩৪১



শ্রীযুক্ত স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি



অধ্যাপক ডক্টর বিমানবিহারী দে
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি



শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি।



শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী।



রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দর্শন-শাখার সভাপতি



শ্রীযুক্ত ডক্টর ভানুভূষণ দাশগুপ্ত
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ধনবিজ্ঞান-শাখার সভাপতি



শ্রীযুক্ত ডক্টর সুবিমলচন্দ্র সরকার
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার সভাপতি



শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ললিতকলা ও শিল্প-শাখার সভাপতি

স্থান ভ্রমণ করেন। ১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধের সময় তাঁহার উপর ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি এ-কার্য্য সুনির্ব্বাহ করায় "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কবি ও নাট্যকার রূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যে পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন তাহার নাম "মানব চরিত্র"। নীলকরদের অত্যাচারে প্রজাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া ঢাকা হইতে "নীলদর্পণ" প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া রেভারেণ্ড জেমস্ লং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। তৎপরে তিনি "নবীন তপস্বী", "সধবার একাদশী", "লীলাবতী", "সুরধুনী কাব্য", "দ্বাদশ কবিতা" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন। ১২৮০ সালে কার্ত্তিক মাসে, ইং ১৮৭৩ সালে তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—(প্রিন্স)—ইঁহার কলিকাতার বংশ অতি প্রাচীন। কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে এই বংশের উৎপত্তি।



তাঁহারই ষষ্ঠবিংশতি বংশধর পঞ্চানন যশোহর হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন এবং তিনিই প্রথম ঠাকুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইঁহারই পুত্র নীলমণি হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎপত্তি। দ্বারকানাথ নীলমণির পৌত্র। তিনি ১৭৯৪-৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আইন অধ্যয়ন করেন। তৎপরে চব্বিশ পরগণার লবণ বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়ান পদে উন্নীত হন। তাঁহারই চেষ্টায় পরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং কার ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুস্থানে তিনি নীলের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও জমিদার সভা প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক কার্য্যে তিনি একজন সহায়ক ছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ তাঁহারই পরামর্শে সৃষ্ট হয়। ১৮৪২ ও ৪৫ সালে তিনি দুইবার বিলাত যান এবং তথায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ফ্রান্সের রাজা, ইটালীর রাজা প্রভৃতিও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটীতে দশ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ সালে তিনি লণ্ডননগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বেলগেছিয়া বাগানের Adam and Eve চিত্র একলক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করেন।

দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়—ইনি মহারাজা সুখময় রায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার রূপে ও অন্য প্রকারে দেশের সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহার নামে একটি রাস্তা আছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি)—স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১২২৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে, ইং ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত, পারসী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে তিনি "তত্ত্ববোধিনী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন, পরে ইহা ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং সমাজকে ভগ্নদশা হইতে রক্ষা করেন। তিনি

একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার পিতা কার কোম্পানীর নামে প্রায় এক কোটি টাকা ঋণ করিয়া



মারা যান, কিন্তু এই ঋণ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জমিদারীর কতকাংশ ট্রাষ্টিদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। কোম্পানীর ঋণের জন্য ট্রাষ্ট সম্পত্তি দায়ী নহে ইহা জানা সত্ত্বেও তিনি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এবং বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ বিক্রয় করিয়া ক্রমে ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক সময় হিমালয়ের নিভৃত স্থানে ভগবদারাধনায় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহাকে সাধারণে "মহর্ষি" উপাধি দিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের দানও কম ছিল না। তাঁহার "আত্মজীবনী," "আত্মতত্ত্ববিদ্যা," "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস," "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় বঙ্গভাষার অলঙ্কারসদৃশ। তিনি ১৩১১ সালে মাঘ মাসে, ইং ১৯০৫ সালে বাংলার গৌরব দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পুত্র কন্যাগণকে রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—১২২১ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮১৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ডিরোজিও



সাহেবের ইনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি প্রথমে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কলেক্টর, পরে বাংলার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে বর্দ্ধমানের ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫১-৫২ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং রায়বেরেলির অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীর-স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন এবং পরে রায় উপাধি দান করেন। ইঁহারই চেষ্টায় "আউধ

তালুকদার এসোসিয়েসন্" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। "লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স" নামক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া উহাকে তালুকদারদিগের মুখপত্ররূপে পরিণত করেন। কলিকাতার বেথুন্ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং এজন্য জমি দান করিয়াছিলেন। ১২৮৫ সালে আষাঢ় মাসে (১৮৭৭ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ সেন—ফরিদপুর জেলার খাঁদারপাড়া গ্রামে ১৮৪৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম, রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য ছিলেন। দ্বারকানাথ সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার সময়ে তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেবারের যুবরাজের পীড়া হইলে তথাকার রাজসরকার গভর্ণমেন্টের কাছে একজন সুবৈদ্য চাহিলে তিনিই নির্ব্বাচিত হইয়া প্রেরিত হন। গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি একজন ঋষিকল্প মহা-



পুরুষ ছিলেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতম পুত্র। ইনি একজন যথার্থ ত্যাগী, কবি, অদ্বিতীয় দার্শনিক এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ইনি শুধু অগ্রজ ছিলেন না, সাহিত্য-সাধনায় গুরুস্থানীয় ছিলেন। কিছুদিন ইনি তত্ত্ববোধিনী ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কিছুদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং একবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মদাস সুর—ইনি ১৮৫২ সালে কলিকাতায় বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম অভিনেতারূপে দুই-একটি সখের থিয়েটারে যোগদান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় গ্রেট্ ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগে তাঁহার ন্যায় নাট্যমঞ্চের শিল্পী আর কেহ ছিল না। ১৯১০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিধুরাম বসু—ইংরেজ আগমনের বহু পূর্ব্বে ইনি সাইনগর হইতে বাগবাজারে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইনি দেওয়ান নিধুরাম বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

নীলমণি মিত্র—ইনি পলাশী যুদ্ধের সময়ের লোক, কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর শহরবাসীর ক্ষতিপূরণের জন্য যে কমিশন বসে নীলমণি বাবু তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। দরজীপাড়ায় তাঁহার বাটী যে রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত তাহার নাম নীলমণি মিত্রের গলি।

নলিনবিহারী সরকার—১৮৫৬ সালে নৈহাটীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া পিতার সুবিখ্যাত 'কারতারক' কোম্পানী নামক ফার্ম্মে প্রবেশ করেন এবং পরে উহার অংশীদার হন। তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের, পোর্ট্ ট্রাষ্টের ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কলিকাতার শেরিফ্ হইয়াছিলেন। তিনি

অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বেঙ্গল চেম্বার্সের, কলিকাতা ইম্প্রুভ্ ট্রাষ্ট এসোসিয়েসন



এর চেয়ারম্যান ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কৈশর-ই-হিন্দ্ পদক ও C. I. E. উপাধি পাইয়াছিলেন।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪২ সালে যশোহরের কুলিয়ারাণ ঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।



এম-এ, বি-এল্ পাস করিয়া প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে, পরে পঞ্জাব চীফ্ কোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৬৮ সালে কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজা তাঁহার বিবিধ সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সনদ ও উপহারাদি দান করিয়া এবং অর্থ-সচিবের পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কার্য্যত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস্-চেয়ারম্যান্ হন এবং দীর্ঘকাল এই পদে থাকিয়া সম্মানের সহিত কার্য্য করেন।

নন্দকুমার রায় (মহারাজা)—সম্ভবতঃ ১৭০৫ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা মুর্শিদাবাদ জেলার জরুল গ্রামে বাস করিতেন। পিতার শিক্ষাধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রথম আমীন নিযুক্ত হন এবং ক্রমে হুগলীর ফৌজদারের অধীনে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। পরে ফৌজদারের পদ প্রাপ্ত হন এবং নদীয়া ও হুগলীর কলেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৬৫ সালে ইনি বাংলার নায়েব-সুবার পদ প্রাপ্ত হন। নন্দকুমার নবাব সরকারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে। হেষ্টিংসের ইহা মনঃপুত না হওয়ায় নানা উপায়ে তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন। এই সময় ক্লাইব নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করিলেও, বৃটিশ-প্রাধান্য বৃদ্ধির সহিত হেষ্টিংসের চেষ্টায় তাঁহার ক্ষমতা লোপ পাইতে থাকে। পরে তিনি কর্ণেল কূটের সহিত প্রধান কর্ম্মচারীরূপে পাটনায় প্রেরিত হন। মীরজাফরের দ্বিতীয়বার সিংহাসন প্রাপ্তির পর তিনি পুনরায় দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পরে ইংরেজদের গোপনে অনিষ্ট-চেষ্টা অভিযোগে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পদচ্যুতি ঘটে। ইহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার

সময়ে বাঙালীর মধ্যে সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিতে তিনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে হেষ্টিংস্ প্রমুখ কতিপয় পদস্থ ইংরেজের বিরাগভাজন হইয়া শেষে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র জাল-করা অপরাধে তিনি ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিতে বাধ্য হন। ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট খিদিরপুরের নিকট কুলীবাজারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

নীলকমল মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮৩৯ সালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম কৃষ্ণনগর ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইনি ব্যাঙ্কে একটি সামান্য কার্য্য গ্রহণ করিয়া পরে ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান, চায়না এবং জাপানে দেওয়ানের পদ পাইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—সাধারণতঃ ইনি N. N. Ghose নামে পরিচিত ছিলেন। ১২৫১ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সিবিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া ফিরিয়া আসেন। ইনি অল্পদিন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া মেট্রোপলিটন্ কলেজে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি "Indian Echo" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রথম সম্পাদন করেন, পরে "Indian Nation" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদকতা করেন। কৃষ্ণদাস পাল ও মহারাজা নবকৃষ্ণের জীবনী লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহার বক্তৃতার ক্ষমতা, ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি অসাধারণ ছিল। ১৩১৪ সালে চৈত্র মাসে, ইং ১৯০৯ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নরেন্দ্রনাথ সেন—ইনি ১২৯৪ সালে ফাল্গুন মাসে, ইং ১৮৪৩ সালে কলুটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬১ সালে মনোমোহন ঘোষের সম্পাদকতায় "ইণ্ডিয়ান মিরর" প্রকাশিত হইলে নিয়মিত ভাবে ইনি তাহার লেখক হন। ঘোষ-মহাশয়ের বিলাত-যাত্রার পর নরেন্দ্রনাথের উপরই ইহার সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হয়। তৎপরে এটর্নীর কাজে নিযুক্ত হইলে তিনি কিছু দিনের জন্য মিররের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি পুনরায় ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পর তিনি পুনরায় সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন এবং স্বত্বাধিকারী হইয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যোগ্যতা ও নির্ভীকতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, গীতা সভার সভাপতি এবং থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। ইনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩১৮ সালে (১৯১১ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

নবীনমাধব দে—১৮৩১ সালে ইনি একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

নিত্যানন্দ সেন—অনুমানিক ১৮০৮ সালে ইনি কলুটোলায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

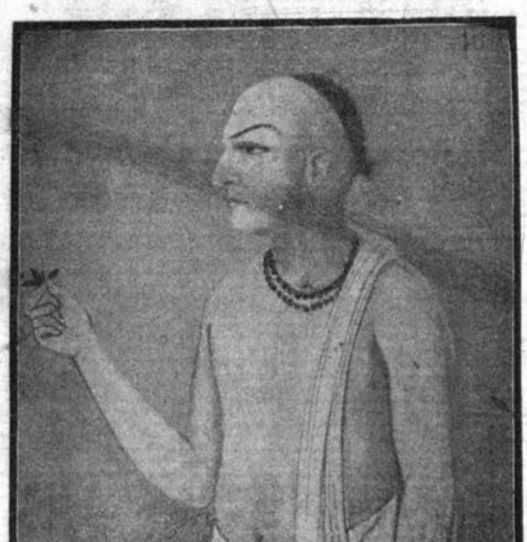
নন্দরাম সেন—১৭০০ সালে কলিকাতার প্রথম



কলেক্টর রাল্ফ্ শেল্ডনের ইনি সহকারী ছিলেন। রথতলার ঘাট ইঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

নিমাইচরণ গোস্বামী—ইনি নিমু গোস্বামী নামেই খ্যাত ছিলেন এবং আহিরীটোলায় এই নামে একটি গলি আছে। গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে মহা ধুমধামের সহিত চৈত্রমাসে বলরামের রাস হইত। এই অভিনব রাসোৎসব হইতে "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস" কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে।

নবকৃষ্ণ দেব (মহারাজা)—শোভাবাজার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেব আনুমানিক ১৭৩২ সালে গোবিন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গনির্ম্মাণের জন্য কোম্পানী গোবিন্দপুর লইলে তাঁহার পিতা রামচরণ সুতানুটীতে আসিয়া একখানি বাটী ক্রয় করেন। ইহাই বর্ত্তমান রাজবাড়ীর সূত্রপাত। নবকৃষ্ণ পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি



ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে পারসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। লর্ড ক্লাইবের চেষ্টায় তিনি প্রথম একটি সামান্য কর্ম্ম পান, তৎপরে কোম্পানীর মুন্সীপদে নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজোদ্দৌলা সম্বন্ধে গুপ্ত সংবাদ, ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সম্মিলন, উভয়ের মধ্যে সুবেদারী সম্বন্ধে অঙ্গীকারপত্র-লিখন, সম্রাট শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন, বলবন্ত সিং এবং খেতাব রায়ের সহিত চুক্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ের মধ্যেই নবকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধের সময় ইনি মেজর এডামসের সঙ্গে ছিলেন। ১৭৬৬ সালে ক্লাইব সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট রাজা বাহাদুর ও মনসব্ দশহাজারী উপাধি ও সেই সঙ্গে ৩,০০০ অশ্বারোহী ও পাল্কি প্রভৃতি রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পর বৎসর মহারাজা বাহাদুর ও ষষ্ঠহাজারী উপাধি ও ৪,০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার এবং সেই সঙ্গে একটি স্বর্ণপদক সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৭৭৮ সালে সুতানুটীর জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি মুন্সী দপ্তর, জাতিমালা কাছারি, খাজনাখানা, মাল আদালত প্রভৃতির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৮০ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবক এবং বর্দ্ধমান ষ্টেটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইঁহার বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৭৯৭ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

নবকৃষ্ণ ঘোষ—ইনি রামশর্ম্মা নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ-বংশে ১৮৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী ভাষায় ইঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। ৮৬৫ সালে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌সের ভারত আগমনকালে ইংরেজী কবিতায় The Ode in Welcome to Prince Albert লিখিয়া সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। প্রিন্স্ এলবার্টের কথামত উহার কয়েকখণ্ড মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। A Reply to Moncrieff's Fidelity of Conscience নামক একখানি পুস্তিকা এবং তাঁহার বহু সংখ্যক ইংরাজী কবিতার মধ্যে কতকগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় প্রথম জ্যোতিষগ্রন্থ 'জ্যোতিষ প্রকাশ' তিনি প্রকাশ করেন। তিনি একজন সামান্য কেরাণী হইতে বাংলার একাউণ্টেণ্টের সহকারীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

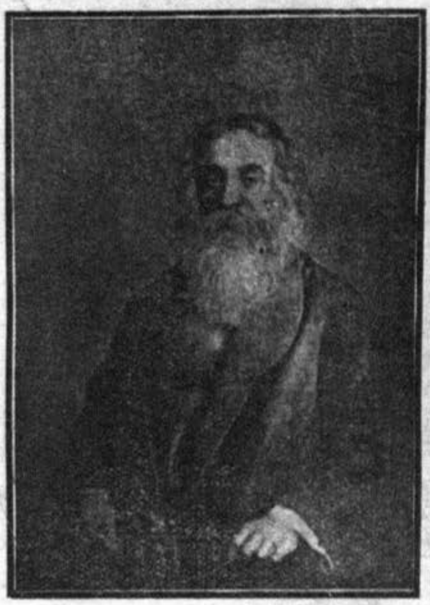
নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (মহারাজা)—ইনি শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের সপ্তম পুত্র। ১২২৯ সালে আষাঢ় মাসে (১৮২২ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কিছুদিনের জন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ইনি প্রথম রাজা, পরে মহারাজা ও কে-সি-আই-ই এবং পরিশেষে মহারাজা বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৩০৯ সালে (১৯০৩ সালে) ইঁহার মৃত্যু হয়।

নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮২৪ সালে নদীয়া জেলার ঘোষপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছয় বৎসর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র এবং কিছুদিন "হিন্দু পেট্রিয়টের" ও "এডুকেশন গেজেটে"র সম্পাদকতা করেন। ১৮৯৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পীতাম্বর মিত্র (রাজা)—সর্ব্বপ্রথম দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে চাকুরী-সূত্রে রাজা বাহাদুর উপাধিসহ জায়গীর পাইয়াছিলেন ও দশ হাজার অশ্বারোহীর মুনসব্‌দার হইয়াছিলেন। ইনি শুঁড়োর প্রসিদ্ধ রাসোৎসবের প্রবর্ত্তক। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইঁহারই প্রপৌত্র।

প্রীতিরাম মাড়—ইনি সুবিখ্যাত রাণী রাসমণির শ্বশুর ছিলেন। ইনি মহাসমারোহে রথের উৎসব সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার রৌপ্যনির্ম্মিত রথ এখনও মাড়েদের রথ নামে খ্যাত।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ইনি ১৮৪০ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া ভারতের বহুস্থান এবং ইউরোপ, আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেন। শিকাগো Parliament of World Religion-এ ভারতের প্রতিনিধি হইয়া যান। ইংরেজীতে বক্তৃতা দিবার ও লিখিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি "Heart Beats" "Oriental Christ", "The Life and Teaching of Keshub



Chandra Sen" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং "Interpreter" নামক একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্যারীচরণ সরকার—১২৩০ সালে মাঘ মাসে, ইং ১৮২৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। শিক্ষালয় ত্যাগ করিয়া ইনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল ও বারাসত স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া পরে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরিশেষে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এডুকেশন গেজেট পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক হন। তাঁহারই চেষ্টায় সুরাপান নিবারণী সভা ও চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইংরেজীতে "Well-wisher" এবং বাংলায়

"হিত-সাধক" বলিয়া দুইখানি পত্রিকা প্রচার করেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি অন্নসত্র খুলিয়া বহু লোককে অন্নদান করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত



ইংরেজী শিক্ষা-বিষয়ক বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলি আজিও সর্ব্বত্র সমাদৃত। ১২৮২ সালে ১৫ই আষাঢ় তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—১২০৮ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া, তাঁহার জমিদারীর আয় একলক্ষ টাকার অধিক হইলেও, তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইনি হিন্দু কলেজ ও মেয়ো হাস্‌পাতালের গভর্ণর, শিক্ষা পরিষদের সদস্য এবং নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপূর্ণ একটি গ্রন্থশালা ছিল। তাঁহার বহু সৎকার্য্যের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর-ল-প্রোফেসরশিপ্ সৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। সেনেট হাউসের প্রবেশ-

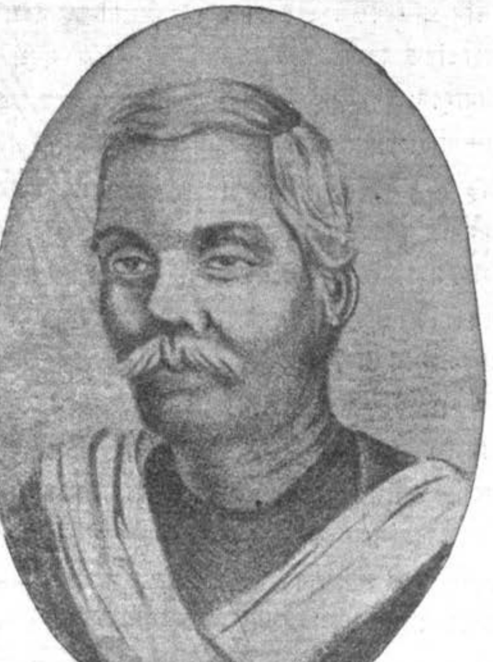


পথে তাঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১২৭৪ সালে ভাদ্র মাসে, ইং ১৮৬৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপচন্দ্র সিংহ (রাজা)—কোম্পানীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর ছিলেন। ইনি প্রথম হইতেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একজন সদস্য ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে ও অন্যান্য স্থানে দানের জন্য তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র রাজা উপাধি পান। প্রতাপচন্দ্র C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু বিধবা বিবাহ ভাণ্ডারে তাঁহারা ২৫০০০৲ দান করিয়াছিলেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় তাঁহারা বেলগেছিয়াতে একটি নাট্যশালা

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ সালে প্রতাপচন্দ্র কালগ্রাসে পতিত হন।

প্যারীচাঁদ মিত্র—১২২১ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮১৪ সালে প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বেথুন্ সোসাইটী ও বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন।



কলিকাতা থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটীর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন স্কুল বুক্ সোসাইটী, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটী, এগ্রিকালচারাল ও হার্টিকালচারাল সোসাইটী প্রভৃতি বহু সভাসমিতির তিনি সভ্য ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" তাঁহারই দ্বারা লিখিত। ১২৯০ সালে (১৮৮৩ সালে) তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

পশুপতিনাথ বসু—ইনি ১৮৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাগবাজারের "পল্লী সমিতি" তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া তিনি বহু লোকের উপকার করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কমিশনার, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের একজন বিশিষ্ট সদস্য, এবং সঙ্গীত সমাজের সভ্য ছিলেন। ১৯০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাণনাথ দত্ত—ইনি ১৮৫০ সালে হাটখোলার দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের পর "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও "রহস্য সন্দর্ভে"র তিনি সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় ব্যবসাও প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচিত সদস্যের পদ সৃষ্টি হইলে তিনি প্রথম দলেই নির্ব্বাচিত হন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের এবং ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সভ্য ছিলেন। "বসন্তক" নামে একখানি হাস্যরসপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক সচিত্র মাসিক পত্র তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পত্রিকা ইহাই প্রথম। শেষ জীবনে কাশীপুরে বাসকালীন ১৮৮৮ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪৮ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এম-এ, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন এবং তৎপরে লাহোর আদালতে ওকালতি করিতে যান। তথায় তিনি প্রধান আদালতের বিচারপতি হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং পরে ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। তিনি পঞ্জাব সাধারণ পুস্তকাগার এবং ডায়মণ্ড জুবিলী হিন্দু

টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলের সভাপতি ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তিনি প্রথম রায় বাহাদুর এবং পরে দিল্লী দরবারের সময় সি. আই. ই. ও নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪৮ সালে উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথম কিছুদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করেন, তৎপরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। তিনবার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাণ্টি অব্ ল'র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইনি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১২৩২ সালে, ইং ১৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় থাকিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উপকারিতা-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া সিনীয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ঢাকা, বহরমপুর ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বাংলার গণিত গ্রন্থ ও গণিত-সংক্রান্ত বাংলা পরিভাষার তিনিই পথপ্রদর্শক ছিলেন। ১২৯৩ সালে (১৮৮৬ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—১৮০৬ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া তথাকার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। "উত্তররাম চরিত" "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা ইনি রচনা করেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনে ইনি জেমস্ প্রিন্সেপকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এডুকেশন্ কমিটী ইঁহাকে "তর্কবাগীশ" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৬৭ সালে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রতাপচন্দ্র রায়—১৮৪১ সালে বর্দ্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অন্যের কৃপায় শিক্ষালাভ করিয়া ষোল বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট মাসিক সাত টাকা বেতনে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে একটি পুস্তকের দোকান করেন। সাত বৎসরব্যাপী পরিশ্রমে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি প্রতি খণ্ড ৪২৲ টাকা মূল্য হিসাবে দুই সহস্র খণ্ড মহাভারত বিক্রয় করিবার পর প্রায় এক সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া বহু সহস্র গ্রন্থ নামমাত্র মূল্য লইয়া বিক্রয় করেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ। এই কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি একজন তেজস্বী সাময়িক পত্র-পরিচালক, সমালোচক, সাহিত্যিক ও সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বিশেষ দক্ষতার সহিত "নায়ক" সম্পাদন করিয়াছিলেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পর কিছুদিন "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকাখানি সম্পাদন ও পরিচালন করেন। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা বলিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। বাংলা রচনায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল।

বিশ্বনাথ মতিলাল—বিখ্যাত মতিলাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ মতিলাল কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকুরীতে ঢুকিয়া শেষে তথাকার দেওয়ান হন। তিনি একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার এক পুত্রবধূ তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে উহাই বৌবাজার নামে খ্যাত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর

প্রথমার্দ্ধে বঙ্গীয় সমাজে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন।

বংশীধর মিত্র—সিমুলিয়ার অনাথনাথ দেবের বাজারের দক্ষিণে ইহার বাটীতে রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে মহা



সমারোহ হইত এবং বহুসংখ্যক মাটির সং-তামাসা ও পুত্তলিকা দ্বারা সাজান হইত। এ জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ রায় (রাজা)—ইনি মহারাজা সুখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র। দাতব্যের দ্বারা ইনি বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ইহার আদি নিবাস হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুর। ইনি জাষ্টিস্ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। ইহার নামে পাথুরিয়াঘাটায় একটি পথ আছে।

বনমালী সরকার—আত্মারাম সরকার ভদ্রেশ্বর হইতে কুমারটুলীতে আসিয়া বাস করেন। ইনি তাঁহার প্রথম পুত্র। ইনি পাটনায় কমার্সিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান ছিলেন এবং কিছুকাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটী ট্রেডার ছিলেন। তাঁহার কুমারটুলীর বাটী সেকালের কলিকাতার মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। উহা ১৭৫৬ সালের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহার বাটীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়াটি প্রচলিত আছে।

"বনমালী সরকারের বাড়ী।
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
আমিরচাঁদের দাড়ি।
হুজুরিমলের কড়ি।"

বিহারীলাল সরকার—ইনি ১২৬২ সালে হাওড়ার আন্দুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই কলিকাতায় আসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে প্রথম ছাপাখানার কার্য্য পরিদর্শকের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং কিছুদিন পরে "বঙ্গবাসী" অফিসের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্যগ্রহণ করেন এবং অন্যূন ত্রিশ বৎসর কাল এই বিভাগে কার্য্য করেন। "ইংরাজের জয়", "তিতুমীর", "বিদ্যাসাগরের জীবনী" প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। "গান" নামক ইহার একখানি পুস্তকে ইহারই সঙ্কলিত অনেকগুলি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রায় সাহেব" উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৯২১ সালে ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

বারাণসী ঘোষ—ইনি বলরাম ঘোষের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাধাকান্ত ঘোষ। বারাণসী ২৪ পরগণার কলেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। তিনি একটি স্নানের ঘাট ও বারাকপুরে ছয়টি শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল গুপ্ত—ইনি ১৮৪৯ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি বাটীর সকলের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ড যান এবং তথায় সিবিল্ সার্বিস্ ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। মানভূম, হুগলী প্রভৃতি স্থানে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কার্য্য করিয়া শেষে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্‌স্ জজ, Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs এবং হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ্ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য

হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি কিছুকাল বরোদারাজ্যে ব্যবস্থা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশীয় সিবিলিয়ানগণ ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করিতে আইন অনুসারে অসমর্থ থাকায় তিনি একটি মন্তব্য লিখিয়া তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এ্যাস্‌লে ইডেনের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই প্রসিদ্ধ ইলবার্ট বিলের মূল ভিত্তি। সরকার কর্তৃক ইনি সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ সালে ইঁহার দেহান্ত ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১২৪৫ সালে আষাঢ় মাসে (১৮৩৮ সালে) কাঁটালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি হুগলী কলেজ ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা-লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বৎসর তিনি উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি নানাস্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া শেষে আলিপুর হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার প্রতাপ চ্যাটার্জ্জির লেনস্থ ভবনে বাস



করিতে থাকেন। এখানে সরকার দ্বারা চিহ্ন প্রস্তর-ফলক আছে। প্রথম রচনা "ললিতা ও মানস" এবং তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হইলে তৎকালেই তিনি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারাম, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস; কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ সকল বাংলা ভাষার অলঙ্কার। "বঙ্গদর্শন" নামক তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাখানি তাঁহার সম্পাদকতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায় রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কতিপয় উপন্যাস ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি সরকার কর্তৃক "রায় বাহাদুর" এবং সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে চৈত্র মাসে (১৮৯৪ সালে) তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার একটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বটকৃষ্ণ পাল—ইনি ১৮৩৫ সালে হাবড়া জেলার শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের পরিশ্রম ও সততার দ্বারা যাঁহারা উন্নতিলাভ করিয়াছেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। দ্বাদশ বৎসর বয়সে মাতুলের মসলার দোকানে কাজ শিখিতে প্রবিষ্ট হন। তৎপরে কিছু দিন পাটের ব্যবসা করিয়া খোঙ্গরাপটীতে একখানি সামান্য মসলার দোকান ক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে এই দোকানেই সামান্য বিলাতী ঔষধ-বিক্রয় আরম্ভ করেন। পরে তিনি কলিকাতার ঔষধ ব্যবসায়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি শিবপুরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং বেণেটোলায় নিজ পল্লীতে দুইটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি কাশী প্রাপ্ত হন। হেদুয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে তাঁহার একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ (স্বামী)—১৮৬২ সালে সিমুলিয়ার দত্তবংশে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ, শৈশবে বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আর্ত্তের

প্রতি সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া প্রথমে তিনি নাস্তিক ভাবাপন্ন হন। পরে সে ভাব পরিবর্ত্তন হইলেও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার উপশম না হওয়ায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। যখন তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় এবং প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য হইয়া উঠেন। পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে ছয় বৎসর কাল তিনি হিমালয়ের নিভৃত স্থানে অতিবাহিত করেন। সেই সময় তিনি তিব্বত গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অনুশীলন করেন। ১৮৯৩ সালে মাদ্রাজবাসীদের অনুরোধে ও অর্থসাহায্যে আমেরিকার শিকাগো প্রদেশে Parliament of Religion নামক সমিতির বৈঠকে হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে গমন করেন। তথায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও সারবত্তা সম্বন্ধে বক্তৃতায় যে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দেন তাহাতে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। পরে তিনি ইংলণ্ডে এবং প্যারিসের Congress of Religions এ গিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত স্থানে তিনি ফরাসী ভাষায় হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। জাপানের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কংগ্রেসেও তিনি মিলিত হইয়াছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন সেখানে যাইতে পারেন নাই।

স্বামীজী প্রথমে বেলুড় ও আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা-দানার্থ মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য। আমেরিকার স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোনগরে একটি বেদান্ত সোসাইটী ও শান্তি আশ্রম সংস্থাপিত করেন। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রভৃতি আরও কতিপয় প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকার মাদাম লুই ও মিষ্টার স্যাণ্ডসবের্গকে ও ইংলণ্ডের কুমারী মার্গারেট নোবেলকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। কুমারী মার্গারেটই পরে সিষ্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হন। অধ্যাপক মোক্ষমূলারের সহিত আলাপ করিয়া তিনিই তাঁহাকে Sayings of Ramkrishna নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত করেন।

ত্যাগ ও সেবা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সার্ব্ব-জনীন ধর্ম্মসংস্থাপন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মপ্রাণতা, বহু ভাষাজ্ঞান ও বক্তৃতা-শক্তি-সম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার "জ্ঞানযোগ", "ভক্তিযোগ" "রাজযোগ" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষার সম্পদ। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

বদ্রীদাস—ইনি ১৮৩২ সালে লক্ষ্ণৌনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস এবং জহুরীর ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ মণিকার বলিয়া গণ্য হন। ভূতপূর্ব্ব সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজরূপে যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে লাটভবনে হীরা-জহরতের সমাবেশ করেন। লর্ড মেয়ো তাঁহাকে মুকিম উপাধি প্রধান করেন এবং লর্ড নর্থব্রুক্ মুকিম ও রাজকীয় মণিকার বলিয়া গণ্য করেন। মাণিকতলার জৈন মন্দির, পরেশনাথের মন্দির তাঁহারই সম্পত্তি এবং কলিকাতার পিঁজরাপোল তাঁহার দ্বারা স্থাপিত। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ এবং ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের তিনি সদস্য ছিলেন। দিল্লীর দরবারের সময় তিনি রায়বাহাদুর উপাধি এবং এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া পদক প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—ইঁহার প্রকৃত নাম ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১২২৭ সালে ফাল্গুন মাসে (১৮৬১ সালে) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের, পরে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুরাগী হন এবং পরিশেষে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কিছুকাল সিন্ধুদেশে অবস্থান করেন। তথায় "কঙ্কর্ড ক্লাব" নামে একটি সমিতি স্থাপন এবং "কঙ্কর্ড" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে

করাচীতে "ফিনিক্স" ও "হার্ম্মান" নামক পত্রের কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। পরে "Twentieth Century" ও "সন্ধ্যা" নামক দুই খানি পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইনি বিলাতে গিয়া কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে বেদান্ত, হিন্দুদর্শন ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে অক্সফোর্ডে বেদান্ত অধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিনি ইউরোপের নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলে বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন-কার্য্যে তিনি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৩১৪ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯০৭ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল—ইনি শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে ইনি প্রথমে কলিকাতায় আসেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার মত নির্ভীক সুবক্তা, সুলেখক আধুনিক যুগে অতি বিরল। তিনি New India নামে খবরের কাগজ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। মহামান্ত তিলকের স্বমতাবলম্বনে চরম-পন্থী দলের নেতা হইয়া মধ্যপন্থীদের সহিত পৃথক হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ' তাঁহারই কার্য্যকুশলতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলা ভাষায় তাঁহার ন্যায় বক্তৃতা দিতে ও যুক্তির সহিত লিখিতে আর কেহ পারে নাই। তিনি দুইবার ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তিনি ভারত-গভর্ণমেণ্টের এসেম্বলীর সভ্য ছিলেন। ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান না করায় তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। ১৩৩৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী—ইনি একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং এই কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে সাধারণের কতিপয় কার্য্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। ইনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের একজন ডিরেক্টর ছিলেন এবং বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক নামক বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কটির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার কর্ত্তব্য-ত্রুটিতেই প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট হইয়া যায়। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়া বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য-পদলাভ করেন। অল্পদিনের জন্য তিনি মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক—ইনি ১৮৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি সরকারী কার্য্য গ্রহণ করেন এবং স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর পদ লাভ করেন। ১৮৫৮ সালে তাঁহার বন্ধু কানাইলাল পাইনের সাহায্যে কলিকাতার হুঁকাপটিতে মডেল স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি কিছুদিনের জন্য "এডুকেশন গেজেট" নামক পত্রিকার সম্পাদনভার লইয়াছিলেন। তিনি জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বীরেশ্বর পাঁড়ে—ইনি পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাংলায় আসিয়া বাস করেন। ১৮৪২ সালে যশোহর জেলার অন্তর্গত কামরা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গ ভাষার অনুরাগী ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর সেই সময় "লীলাবতী বা গণিতবিজ্ঞান" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া কতিপয় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কাব্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ "ঊনবিংশ শতাব্দীর

মহাভারত" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাশীতে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে কাশীতেই তাঁহার দেহান্ত হয়। সম্প্রতি তাঁহার পুত্র মনোমোহন পাড়ে-মহাশয় কাশীধামে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার পিতার নামে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন।

বিনয়কৃষ্ণ দেব (রাজা বাহাদুর)—শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র বিনয়কৃষ্ণ ১২৭৩ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাহিত্যানুশীলন ও জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। সাহিত্য সভা এবং Sobhabazar Benevolent Society তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি History and Growth of Calcutta নামক একখানি কলিকাতা সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কৈশর-ই-হিন্দ্ পদক এবং রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য এবং Calcutta Historical Societyর সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৩১৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে, ইং ১৯১২ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ভোলানাথ বসু—ইনি প্রথম বাঙ্গালী বিলাতের এম্-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ভুবনমালা—মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রী।

ভবানী—জনৈক শাঁখা-বিক্রেতা এই নামে খ্যাত ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ, দেবীর প্রত্যাদেশে প্রাপ্ত পাষাণময়ী পদাঙ্গুলী ও মূর্ত্তি ইনি প্রতিষ্ঠা করেন। কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠার ইহা অন্যতম কিংবদন্তী।

ভবানী দাস—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার সেবায়েৎ ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর জামাতা ভবানী দাসের নাম হইতেই ভবানীপুর নাম হইয়াছে, অনেকে ইহাই অনুমান করেন। ইহার বংশই কালীমাতার বর্ত্তমান সেবায়েৎ হালদার-বংশ বলিয়া পরিচিত।

ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী—প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি কালীঘাটের কালীমাতার সেবায়েৎ ছিলেন। কালীপীঠ-দর্শনার্থিগণ তাঁহাকে "গুরু ব্রহ্মচারী" বলিতেন। কথিত আছে, ইহার শিষ্য যশোহরাধিপতি রাজা বসন্ত রায় সর্ব্বপ্রথম পর্ণকুটীর ভাঙিয়া একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

ভুবনমোহন সরকার—ইনি একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটী নামক সভার সম্পাদক ছিলেন।

ভোলানাথ চন্দ্র—১২২৯ সালে আষাঢ় মাসে নিমতলা ষ্ট্রীটে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি শিক্ষা শেষ করিয়া কিছু দিনের জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা মহেশচন্দ্রের সহিত একটি ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কাশীপুরস্থ চিনির কলের এজেণ্ট হন। এই শেষোক্ত কার্য্যের



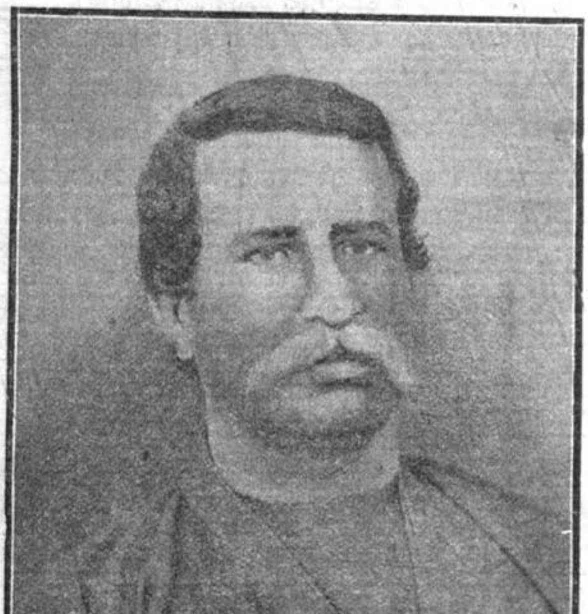
জন্য তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকের সূত্রপাত হয়। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। তিনি ইংরেজীতে অন্যান্য গ্রন্থও

লিখিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালে আষাঢ় মাসে (১৯১০ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু—ইনি ১৮৫৯ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম-এ পরীক্ষা শেষ করিয়া এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ব্যবহারাজীব হিসাবে ইঁহার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যে ২৮ জন কর্পোরেশনের সদস্য-পদ ত্যাগ করেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইহার পর হইতেই ইনি স্বদেশসেবায় মনোনিবেশ এবং কংগ্রেসে যোগদান করেন। ইনি প্রাদেশিক সভাসমিতিতে একবার সভাপতি, জাতীয় মহাসমিতিতে একবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং একবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৭ সালে ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভায় বেসরকারী সদস্য মনোনীত হইয়া বিলাত গমন করেন, তৎপরে সহকারী ভারত-সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে ইনি জেনেভার জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রয়েল কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। এই কার্য্য পরিত্যাগের পর স্বদেশে আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৪ সালে ইহার দেহান্ত ঘটে।

ভোলা ময়রা—ভোলানাথের প্রকৃত উপাধি দে, পিতা কৃপানাথ খাবারের দোকান করিয়াছিলেন সেই কারণ ইহাকে ময়রা বলিত। ভোলানাথ লেখাপড়া সামান্য জানিলেও পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। তিনি একজন সুরসিক কবি ছিলেন। সমাজের দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া শ্লেষাত্মক গান বাঁধিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি একজন বড় কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৮৫১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১২৩১ সালে ফাল্গুন মাসে (১৮২৫ সালে) কলিকাতার হরীতকীবাগানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজে পাঠ শেষ করেন, কিন্তু পরে তিনি চুঁচুড়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই সময় তিনি স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া বাঙালীর ছেলেদের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি চন্দননগরে প্রথম এইরূপ একটি স্কুল স্থাপন করেন এবং নিজে তথায় শিক্ষকতা করেন। লোকের উৎসাহ ও যত্নের অভাবের সহিত নিজের অর্থাভাববশতঃ তাঁহাকে এই মহদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে তিনি ৫০৲ টাকা বেতনে গভর্ণমেণ্টের স্কুলে



শিক্ষকতা করিতে নিযুক্ত হন এবং পর পর পদোন্নতি হইয়া অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ পদ প্রাপ্ত হন। পরিশেষে ইন্‌স্পেক্টর ও কিছুদিনের জন্য বাংলার অস্থায়ী Director of Public Instruction পদে

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

দ্বাদশ অধিবেশন, কলিকাতা

অভ্যর্থনা-সমিতি



শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি

অভ্যর্থনা-সমিতি



ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায়
সম্পাদক



শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ
সহঃ সম্পাদক

অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

প্যারীচরণ সরকার এডুকেশন্ গেজেটের সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলে ভূদেববাবু দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে পাঠ্য বহু পুস্তক এবং "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি কতিপয় গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ দানশীলতা দুর্ল্লভ। সংস্কৃতশাস্ত্রের চর্চ্চাকল্পে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, "বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড্" নামে একটি ফাণ্ড্ গঠন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" নামে একটি টোল ও "ব্রহ্মময়ী-ভেষজালয়" নামে দাতব্য বৈদ্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই মনীষা, চরিত্রবত্তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩০১ সালে (১৮৯৪ সালে) তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

মুক্তারাম বাবু—'বাবু' পূর্ব্বে একটি উচ্চ সম্মান-সূচক উপাধি ছিল। প্রথম যাঁহারা এই উপাধি পাইয়া-ছিলেন মুক্তারাম বাবু তাঁহাদের অন্যতম। ইহার নামে চোরবাগানে একটি পথ আছে।

মদন কোলে—ইহার নিবাস ছিল সাহানগর। ১৮৫৮ সালে কালীঘাটের দোলমঞ্চ ইহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

মনোমোহন ঘোষ—ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ১২৫৫ সালে (১৮৪৪ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড গমন করেন, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইনি আরও চারিবার বঙ্গের প্রতিনিধি-রূপে ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন এবং ইহার দেশানুরাগ প্রবল ছিল। ইনি কংগ্রেসের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ৬ষ্ঠ অধিবেশনে উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৩০৪ সালে (১৮৯৬ সালে) ইহার মৃত্যু হয়।

মধুসূদন গুপ্ত—ইনি এবং রাজকৃষ্ণ দে মেডিক্যাল



কলেজে প্রথম মড়া কাটেন। যেদিন প্রথম এই কার্য্য করেন সেদিন কেল্লা হইতে তোপ পড়িয়াছিল।

মদনমোহন দত্ত—ইনি হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশ-সম্ভূত। ইহারা বালির দত্ত বলিয়া খ্যাত। ইহার পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দশরণ আন্দুল হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। প্রবাদ আছে, ইহার

নাম হইতেই গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি। কথিত আছে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ইহাদের সম্পত্তি বিনিময় করিয়া ইহারা হাটখোলায় উঠিয়া আসেন। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। ইহারই চেষ্টায় রামদুলাল দে বিদ্যায় ও ধনে এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আমতা, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে সকল কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে গয়ার প্রেতশীলা পাহাড়ের সোপানশ্রেণী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

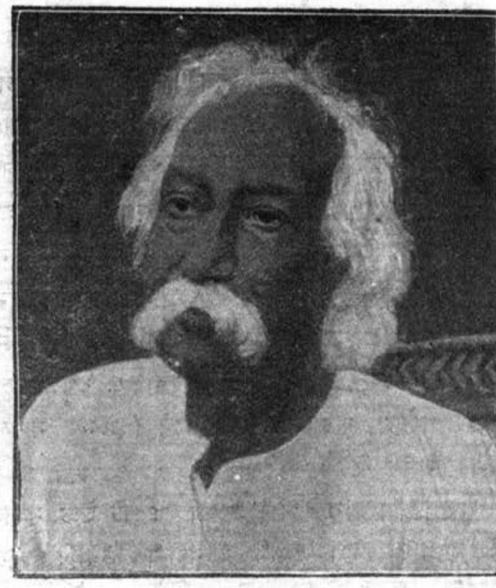
মোহনচাঁদ বসু—ইনি বাগবাজারে বাস করিতেন। নিধুবাবুর মৃত্যুর পর আখড়াই গান ভাঙিয়া হাফ-আখরাই সৃষ্টি হয়, ইনিই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—১২২২ সালে নদীয়া জেলার বিল্বগ্রাম নামক স্থানে ইহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া ইনি গভর্ণমেণ্ট পাঠশালায় ১৫৲ টাকা বেতনে কার্য্য করেন। পরে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের কার্য্য করেন। কলিকাতার জল-বায়ু সহ্য না হওয়ায় মুর্শিদাবাদে জজপণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ছয় বৎসর পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। "বাসবদত্তা" ও "রসতরঙ্গিণী" নামে দুইখানি কাব্য এবং ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "সর্ব্বশুভঙ্করী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

মৃজা মেহ্দি—ইনি একজন ধনাঢ্য শিয়া ব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি মহাসমারোহের সহিত মহরম মিছিল বাহির করিতেন। ইহার নামে একটি পথ আছে।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী—ইনি ১৮২৫ সালে মাণিকতলায় মধুসূদন চক্রবর্ত্তী একাডেমী নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ স্কুলে পাঁচ মাস পড়িয়াছিলেন।

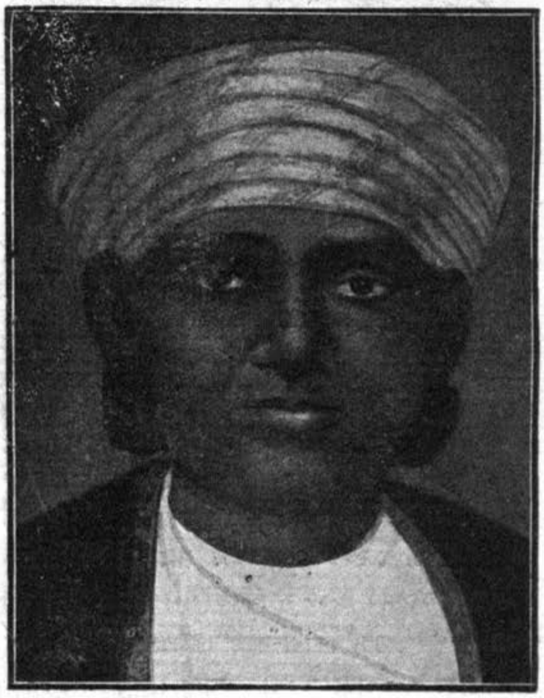
মহেন্দ্রলাল সরকার—ইনি ১২৪০ সালে ১৮ই কার্ত্তিক, ইং ১৮৩৩ সালে হাওড়ার অন্তর্গত পাইকপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ইনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় এম-ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি এলোপ্যাথিতে শিক্ষালাভ করিলেও



হোমিওপ্যাথি মতেই চিকিৎসা করিতেন এবং তাঁহার ন্যায় হোমিওপ্যাথিতে খ্যাতিপন্ন চিকিৎসক বাঙালীর মধ্যে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। Calcutta Journal of Medicine নামে একখানি পত্রিকা তিনি ১৮৬৮ সালে প্রকাশ করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি Indian Association for the Cultivation of Science নামক বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, শেরিফ, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যবস্থাপকসভার সদস্য, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, যাদুঘরের ট্রাষ্টী এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সদস্য ছিলেন। কলেরা ও প্লেগ সম্বন্ধে

তাঁহার দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি বৈদ্যনাথে তাঁহার স্ত্রীর নামে একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১৩১০ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯০৪ সালে) তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

মতিলাল শীল—ইনি ১৭৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিছু বাঙলা শিখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে সামান্য একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই



স্থানে থাকিতেই বোতল ও কর্কের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং পরে জাহাজের মুচ্ছুদ্দির কার্য্য করেন। অবশেষে তিনি কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের বাজারে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান শীলস্ ফ্রী কলেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয়টি তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫৪ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মধুসূদন ১২৩০ সালে ১২ই মাঘ (১৮২৪ সালে) যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি গ্রীক্ ও লাটিন্ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ সালে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তদবধি তাঁহার নামের পূর্ব্বে



মাইকেল যোগ হয়। তিনি মাদ্রাজে বাসকালে Captive Lady প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি কলিকাতার পুলিস কোর্টে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। তৎপরে কয়েক বৎসরের মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ১৮৬২ সালে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান কালে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এ-কার্য্যে কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। শেষ জীবনে অর্থাভাবে তিনি অশেষ কষ্ট ভোগ করেন এবং ১২৮০ সালে ১৬ই আষাঢ় (১৮৭৩ সালে) হাসপাতালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

মতিলাল রায়—১২৩৯ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাস্তারা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। কিছু লেখাপড়া

শিখিয়া কলিকাতা জোড়াসাঁকো থানায় কিছু দিন কাজ করিয়া, পরে নবদ্বীপের-স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তৎপরে জেনারেল পোষ্ট অফিসে কিছু দিন কাজ করেন। এই সময় তিনি একখানি নাটক রচনা করেন। তৎপরে দোগাছিয়া-নিবাসী হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর অনুরোধে যাত্রার দলে একখানি নাটক লেখেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া একটি যাত্রার দল বাঁধেন। পরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে একটি যাত্রার দল প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দ অধিকারী ও রাধাকৃষ্ণ দাসের দলের পর কোন যাত্রার দল এইরূপ খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয় নাই। "রাম বনবাস", "রাবণবধ", "নিমাই সন্ন্যাস" প্রভৃতি কতকগুলি পালা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সালে কাশীধামে তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন—১২৪৩ সালে (১৮৩৬ সালে) হাওড়া জেলার নারীট গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, বেদান্ত, উপনিষদাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রথম কলিকাতায় একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। পর বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং পরিশেষে তথাকার অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। গভর্ণমেন্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ও সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহারই চেষ্টায় সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। তিনি নিজ গ্রামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালে চৈত্র মাসে (১৯০৬ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

মন্মথচন্দ্র বসুমল্লিক—ইনি ১২৬০ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া বিলাত যান এবং তথায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে অধিকাংশ সময়ই ইংলণ্ডে যাপন করিয়াছিলেন। তিনি দুইবার পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। "Orient and Occident", "Study in Ideals", "Impressions of a Wanderer", "Problems of Existence" প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল যে দশজন ব্যক্তিকে "Immortal Tne" আখ্যা দিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

মনোমোহন বসু—২৪ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ১২৫২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকাল হইতে বাংলা রচনায় অভ্যস্ত হন এবং প্রভাকর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। "বিভাকর" নামে প্রথম একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তৎপরে "মধ্যস্থ" নামে সাপ্তাহিক, পরে পাক্ষিক ও মাসিক পত্র প্রচার করেন। তিনি "রামাভিষেক" "হরিশ্চন্দ্র" "প্রণয়পরীক্ষা" প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক এবং "দুলীন" নামে একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাচালী প্রভৃতি সকল বিষয়েই সঙ্গীত-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৩১৮ সালে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (মহারাজা)—কলিকাতার শ্যামবাজারে ১২৬৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৬০ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ সালে মহারাণী স্বর্ণময়ীর পরলোকপ্রাপ্তির পর উত্তরাধিকারী-সর্ত্তে মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কাশিমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া বাস করেন। গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাশিমবাজার রাজবংশের উত্তরাধিকারী-হিসাবে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। দয়াদাক্ষিণ্য, দানশীলতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা বাঙালী মাত্রেরই প্রিয় ও সমগ্র বাংলার গৌরব ছিলেন। তাঁহার মহানুভবতা যেমন অতুলনীয়, তাঁহার বিপুল দানেরও তেমনি তুলনা হয় না। কলিকাতায়, কাশিমবাজারে ও ভারতময় তাঁহার দানের পরিমাণ এক কোটী টাকারও অধিক। দেশের শিল্প ও শিক্ষা বিস্তারের তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন।

সকল শ্রেণী লোকের কাছে তাঁহার ন্যায় সম্মানলাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং ভারত-গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট কে, সি, আই, ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ঋষিকল্প মহাত্মা বাংলায় ধনীদিগের মধ্যে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির উপর নির্ম্মিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫,০০০ টাকা ও ইকরার মাইনিং স্কুল, পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউসন ইত্যাদি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থদান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৩৬ সালে কার্ত্তিক মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মতিলাল ঘোষ—ইনি সুপ্রসিদ্ধ শিশিরকুমার ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর, ১২৫৪ সালে ১২ই কার্ত্তিক যশোহর জেলার অমৃতবাজার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে বাঙালী-পরিচালিত সর্ব্বজনপ্রিয় ইংরেজী দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৮৬৮ সালে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় অতি ক্ষুদ্র বাংলা সাপ্তাহিক পত্র-রূপে তাঁহাদের গ্রাম হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সালে ইঁহারা কলিকাতায় আসেন এবং "অমৃতবাজার পত্রিকা" বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। পরে "ভার্ণাকুলার প্রেস য়্যাক্ট" পাস হওয়ার পর হইতে ইহা কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে। শিশিরকুমারের মৃত্যুর পর দ্বাদশ বর্ষকাল মতিলাল পূর্ব্ববৎ নির্ভীকতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি একজন চরমপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৩২৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহেশ-কানা—ইনি আনুমানিক ১২১০ সালে ২৪ পরগনার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উপাধি ঘোষ, জন্মান্ধ থাকায় মহেশ-কানা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ না হইলেও নানাবিধ সঙ্গীত-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ক্রমে কবিওয়ালা-সমাজে তাঁহার নাম বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠে। তিনি কলিকাতার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া আমরণ নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীত আলোচনা করিয়া দেশবাসীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—ইনি ১২৬০ সালে চৈত্র মাসে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আজীবন সাহিত্যসেবী ছিলেন। "সাহিত্য সভা" প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তিনি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি "পুরোহিত" ও "অনুশীলন" নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি সামুয়েল্ হানিম্যান্ ও অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী লিখিয়াছিলেন। ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯১২ সালে) ইঁহার দেহান্ত হয়।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা)—১২৩৭ সালে বৈশাখ মাসে (১৮৩১ সালে) যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের পর বাটীতে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। গীতবাদ্য-বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। এদেশে থিয়েটার সৃষ্টির প্রথম যুগে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরেজী রীতির অনুকরণে ঐকতান-বাদন এদেশে তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার বিপুল সম্পত্তি এবং খুল্লতাত প্রসন্নকুমারের সমস্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব নিজ চেষ্টায় অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। হিন্দু বিধবাদের সাহায্যকল্পে তাঁহার মাতার নামে এক লক্ষ টাকা এবং মূলাজোড় মন্দিরের সেবাদির জন্য ৮০,০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিবিধ সৎকার্য্যের জন্য এবং সরকারের সহযোগিতার জন্য মহারাজা, সি-এস-আই, কে-সি-এস্-আই ও মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরিশেষে (মহারাজা) তাঁহার বংশানুক্রমিক উপাধি হয়।

তিনি জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, সিণ্ডিকেটের সভ্য,



যাত্নঘরের ট্রাষ্টি ও সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও বড়লাটের সভার সদস্য, এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সদস্য, বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভাপতি প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কাশীতে দশাশ্বমেদ ঘাটের নিকট একটি মনোরম মন্দিরে শিব স্থাপনা করেন। তাঁহার 'প্রাসাদ', 'টেগর কাস্‌ল্' ও দমদমাস্থিত 'এমারেল্ড্ টাওয়ার' নামক সুন্দর ভবনগুলি কলিকাতার সম্পদ।

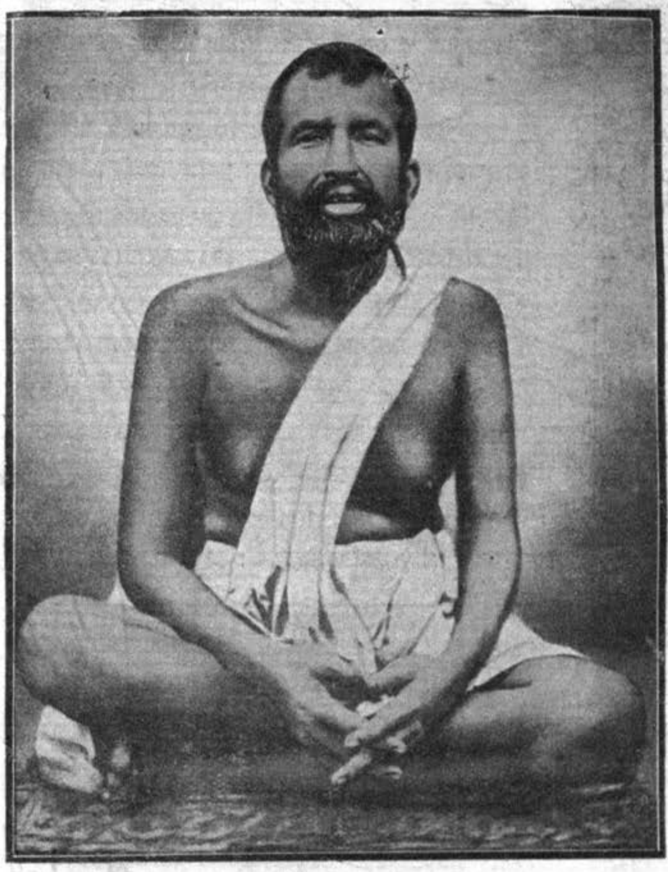
যতীন্দ্রমোহনের ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং অন্তরে-বাহিরে একজন হিন্দু ছিলেন। ১৩১৪ সালে পৌষ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বসু—ইনি ১৮৩৫ সালে বর্দ্ধমান জেলার ইল্সবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চুঁচুড়ায় অক্ষয়কুমার সরকারের সাধারণী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষানবিশরূপে প্রবেশ করেন। তৎপরে কলিকাতায় গমন করিয়া তথা হইতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" প্রকাশ করেন। একখানি বাংলা দৈনিকও দশ বৎসর প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে হিন্দুধর্ম্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের রচিত রাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও বিশেষ আদৃত ছিল। ১৯০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যাদবেন্দু শেঠ—ইনি কলিকাতার আদি-বাসিন্দা শেঠবংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। চৈতন্যচরণ ও নন্দলাল শেঠ ইঁহারই বংশ-সম্ভূত ছিলেন। যাদবেন্দু বৃন্দাবন বসাকের সহিত কোন ইংরেজী সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। কথিত আছে, শেঠেরা দূরদেশে গঙ্গাজল পাঠাইয়া বহুধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেকালে তাঁহাদের মোহরাঙ্কিত বোতলে গঙ্গাজল দূরদেশে বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১২৪২ সালে ৬ই ফাল্গুন রামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গদাধর নামে অভিহিত হইতেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার একাদশ বৎসর বয়সে স্বগ্রামের নিকট এক জনহীন প্রান্তরে নীরদবরণী মায়ের অদ্ভুত জ্যোতিঃ দেখিয়া রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম ভাব-সমাধি। কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিনের পর রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর পূজারী নিযুক্ত হন এবং এই স্থানেই থাকিয়া তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হয়। এই স্থানেই তাঁহার ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব ইঁহার মধ্যেই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। শুনা যায়, কেশবচন্দ্র ইঁহার নিকটেই এই ভাব গ্রহণ করিয়া নববিধান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথামত শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, বৈদান্তিক ইহার কিছুই ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম মুসলমানের দেবতা ও ইংরেজের দেবতারও উপাসনা করিয়াছিলেন। কামিনী-

কাঞ্চন ত্যাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। অল্প বয়সেই তিনি ভার্য্যা সারদা দেবীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।



তিনি একজন পরম যোগী ও সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু কখনও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই। তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়াই নিরক্ষর হইয়াও নানা উপমার দ্বারা অতি সহজ ভাষায় ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল সমাগত জনমণ্ডলীকে যে ভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা তুলনাহীন। তাঁহার ভক্তের সংখ্যা অনেক এবং শুধু বাংলা, এমন কি ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; সুদূর আমেরিকাতেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন লোক অনেক আছেন। রামকৃষ্ণের নাম-সংযুক্ত ভারতের নানা স্থানে যত অধিক সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জগতের কোন দেশে অন্য কোন একজনের নামে তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে কি না সন্দেহ। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যের তুলনা হয় না। ১২৯২ সালে ১লা ভাদ্র (১৮৮৬ সালে) তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান হয়। যে সকল অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহামানবের উদ্ভবে ভারত ধন্য হইয়াছে রামকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম।

রাধাকান্ত দেব (রাজা)—ইনি ১২৭৪ সালে ৭ বৈশাখ (১২৬৮ সালে) শোভাবাজার রাজবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হইয়াও তিনি বিদ্যানুশীলনে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, পারসী, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় তিনি অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশ তাঁহার বহু পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও এই মহাগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি ইউরোপের নানা সভাসমিতি হইতে সম্মান প্রাপ্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া একটি স্বর্ণপদক ও ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডরিক্ কারুকার্য্য-সমন্বিত হারযুক্ত একটি স্বর্ণপদক তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এই বিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজের সহিত ইনি বরাবর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সভাপতি ছিলেন। ইনি প্রথম রাজা বাহাদুর পরে কে-সি-এস-আই

উপাধিতে ভূষিত হন। এই শেষোক্ত সম্মান বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম লাভ করেন। তিনি একজন



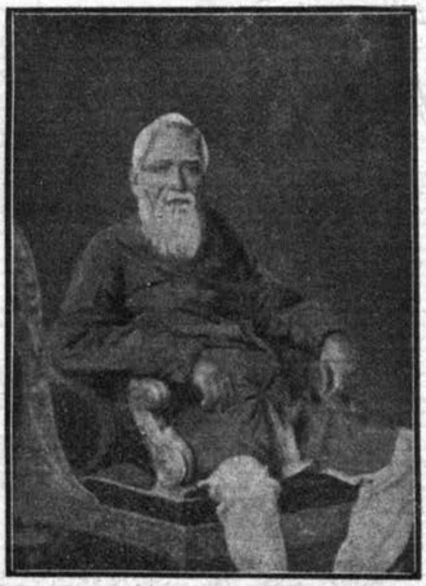
সর্ব্বজন-সমাদৃত মনীষী ছিলেন। জীবনের শেষ দশায় বৃন্দাবনে বাস করেন এবং ১৮৬৭ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

রামপ্রসাদ সেন—ইনি ১৭২৩ সালে কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, পারসী ও হিন্দী ভাষা কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ভক্তিপ্রবণ ছিলেন। তিনি অবকাশ পাইলেই শ্যামা-বিষয়ক গীত রচনা করিতেন এবং হিসাবের খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার গুণগ্রাহী ধর্ম্মপরায়ণ প্রভু খাতায়—

"আমায় দাও মা তহবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।" ইত্যাদি

গানটি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রামপ্রসাদকে মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া, স্বগৃহে গিয়া ধর্ম্মচিন্তা ও শ্যামা-বিষয়ক গীত রচনা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্করভূমি দান করেন এবং তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য উপহার পাইয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার ন্যায় সাধক, ভক্তি-মূলক গীত রচয়িতা ও গায়ক বাংলায় আর কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। তিনি তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন। ১৭৭৫ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

রামতনু লাহিড়ী—ইনি ১২১৯ সালে (১৮১৩ সালে) কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে, পরে হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব ইঁহার চরিত্রে যথেষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা



শেষ করিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন

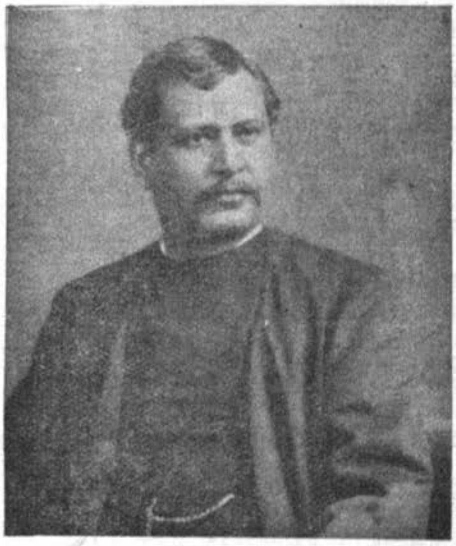
এবং বর্দ্ধমান, বারাসত, উত্তরপাড়া বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বহু জনহিতকর কার্য্যে ও সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৩০৫ সালে (১৮৯৮ সালে) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রমানাথ ঠাকুর (মহারাজা)—শেরবোর্ণ স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা করিয়া বাটীতে সংস্কৃত, পার্সী ও বাংলা শিক্ষা করেন। তিনি প্রথম কিছুদিন সওদাগরী অফিসে ও ব্যাঙ্কে কার্য্য করেন। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া "The Reformer" নামক একখানি ইংরেজী পত্র প্রকাশ করেন। তিনি জমিদার সভার সভ্যরূপে অনেক কাজ করিয়াছেন এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশ্যনের প্রথম সহকারী সভাপতি, পরে দশ বৎসর সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৮৭৪ সালে C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন। বেলগেছিয়ার দেশীয় সম্প্রদায় রাজপুত্রকে যে অভ্যর্থনা করেন তিনি সেই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে যুবরাজ তাঁহাকে অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার, ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৭৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাসবিহারী ঘোষ—১২৫২ সালে পৌষ মাসে (১৮৪৫ সালে) বর্দ্ধমান জেলার তোরকোণা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথম বাঁকুড়ায় পরে কলিকাতায় তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এম-এ, বি-এল পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তথায় খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনে

সমর্থ হন। ১৮৭১ সালে তিনি Honours in Law নামক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ঠাকুর-আইন অধ্যাপক হইয়াছিলেন এবং বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ আইন জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা-শক্তি প্রভৃতি গুণে তিনি তাঁহার সময়ে বাঙালীর ভূষণ-স্বরূপ ছিলেন।

আইন-সংক্রান্ত কয়েকখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি জাতীয় মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি একবার ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ টাকা ও



জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে ষোল লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। উইলের দ্বারা তিনি আরও বহু বিষয়ে অনেক টাকা দান করেন। তিনি ডি-এল্, সি-আই-ই ও সি-এস-আই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৩২৭ সালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—১৭৪৫ সালে ২৪ পরগণার

অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তথায় তিনি শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। নাট্যকার হিসাবেই তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব", "বেণী সংহার" "মালতী মাধব", "নবনাটক", "শকুন্তলা" প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় এতগুলি নাটক আর কেহ রচনা করেন নাই। ১৮৮৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামকমল বসু—ইঁহার বাসস্থান চন্দননগর, ফিরিঙ্গীদের সহিত জাহাজে দ্রব্য-বিনিময় ব্যাপার লইয়া লোকে ইঁহাকে ফিরিঙ্গী রামকমল বসু বলিত। প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে ইঁহার নাম বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায়। চিৎপুর রোডে ইঁহার একটি বাটী ছিল; তাহাই তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ করিয়াছিল। এই বাটীতেই মহাত্মা রামমোহন রায় "ব্রাহ্মসভা" নামে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানেই জেনারেল এসেমব্লীস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠার পর এই বাটীতে উঠিয়া আসে।

রূপচাঁদ রায়—ইনি সেকালের একজন ধনী লোক ছিলেন। বেনিয়ানের কাজ করিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জন করেন। বড় বাজারে তাঁহার আবাস ছিল। তাঁহার নামে একটি রাস্তা আছে।

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত—১২২৫ সালে (১৮১৮ সালে) সুপ্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তের বংশে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি চিকিৎসার দ্বারা পরোপকার সাধনের জন্য মেডিক্যাল কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচারের জন্যও তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৫৩।৫৪ সালে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ নামে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই তাহার অগ্রণী ছিলেন।



১২৯৬ সালে (১৮৮৯ সালে) তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

রজনীকান্ত গুপ্ত—১২৫৬ সালে ভাদ্র মাসে ঢাকা



জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়।

ইনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং এই নগরীতেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 'জয়দেব চরিত', 'নবভারত', 'ভীষ্মচরিত' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হন। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ইঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৩০৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রূপচাঁদ পক্ষী—উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের নিকট ইঁহাদের আদি বাসস্থান। ইঁহারা গৌড়েশ্বর ষড়াঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। ১২২১ সালে রূপচাঁদের জন্ম হয়। শান্ত-রসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীত দ্বারা ইনি খ্যাতিপন্ন হইয়াছিলেন।

রসিকলাল দত্ত—হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ১৮৪৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি R. L. Dutt নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। প্রথম কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া দুইবার বিলাত যান এবং তথা হইতে আই, এম, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াই চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার ন্যায় খ্যাতিপন্ন চিকিৎসক বাঙালীর মধ্যে প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। তিনি স্বুবর্ণ বণিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শেষে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু তাঁহার স্বজাতি ও স্বজনপ্রীতি বরাবরই ছিল। সুবর্ণ বণিক জাতীয় বিধবাদের সাহায্যার্থে তিনি একটি সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থানে সিবিল্ সার্জ্জনেরও কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

রাজকৃষ্ণ রায়—১২৬২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। কবি ও নাট্যকাররূপে তিনি অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতির মধ্যে 'প্রহ্লাদ চরিত্র,' 'নরমেধ যজ্ঞ', 'হিরণ্ময়ী', 'কিরণ্ময়ী' রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বে সংখ্যায় এত অধিক পুস্তক বাংলায় আর কেহ



লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। ১৩০০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামমোহন রায় (রাজা)—ইনি ১১৮১ সালে বৈশাখ মাসে, ইং ১৭৭৪ সালে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি অল্প বয়সেই পাটনায় থাকিয়া পারসী ও আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত হন। কথিত আছে, তথায় অবস্থানকালেই হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তৎপরে তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শেষে তিব্বত পর্য্যন্ত যান। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে রঙপুরের কলেক্টর সাহেবের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮১৪ সালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ধর্ম্মসংস্কার-বিষয়ে আন্দোলন সুরু করেন। ১৮১৫ সালে তিনি আত্মীয় সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ইঁহার পর হইতে তিনি সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে বিশেষরূপে আত্মনিয়োগ করেন এবং

কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদাদি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে একেশ্বরবাদ-প্রতিবাদক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করায় হিন্দুসাধারণের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়া উঠেন।

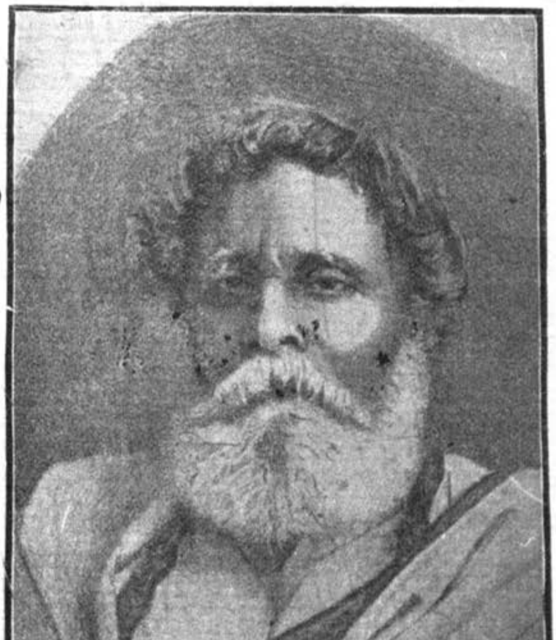


দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্ম তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন এবং একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা গদ্য সাহিত্য যে আজ এত উন্নত হইয়াছে তাহার এবং দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের মূলেও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ও সহায়তা ছিল। দেশ হইতে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্ম তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি "কৌমুদী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালে দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ কর্ত্তৃক তাঁহার নিজ প্রয়োজনের জন্ম ইংলণ্ডে দূতরূপে প্রেরিত হন। সেই সময় তিনি বাদশাহ কর্ত্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। বিলাতে গিয়া তিনি ভারতের জন্য অনেক কার্য্য করেন এবং সকলের নিকট সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন। ১৮৩৩ সালে সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণান্ত ঘটে। রামমোহন একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরূপ সম্পন্ন মনীষী বাংলায় অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সার্কুলার রোডে ও আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটের প্রাসাদে সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তরফলক প্রোথিত আছে।

রমাপ্রসাদ রায়—ইনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১২২৪ সালে রাধানগরের নিকট রঘুনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষা শেষ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং প্রথম নদীয়া তৎপরে বর্দ্ধমান, হুগলী ও ২৪ পরগণার ডেপুটী কলেক্টর হন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এ-কার্য্য পান। পরে তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অবসর গ্রহণের পর সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি তৎকালীন শিক্ষাপরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহারও একজন সদস্য নিযুক্ত হন। হাইকোর্টে একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করা স্থির হইলে লর্ড এল্‌গিন তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই পদের জন্য মনোনীত করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বেই বহু গুণের আধার এই কর্ম্মী পুরুষ ইহধাম ত্যাগ করেন।

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি রাজা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোটিয়ারী নামক গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাসস্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্টের অধীনে পাটনার অফিসের কুঠীর দেওয়ান হইয়া প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ করেন। নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দির ও একটি স্নানের ঘাট তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু—১২৩৩ সালে ভাদ্র মাসে, ইং ১৮২৬ সালে বোড়াল গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি একজন সমাজ ও ধর্ম্ম-



সংস্কারক ছিলেন। ইঁহার রচিত "সেকাল ও একাল", "আত্ম চরিত" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষার মূল্যবান্ সম্পদ। ইনি ১৩০৭ সালে ভাদ্র মাসে (১৯০৪ সালে) পরলোকপ্রাপ্ত হন।

রামসুন্দর মিত্র—ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ব্যারাকপুরে কমিসারিয়েটে কার্য্য করিতেন। বাংলার নবাব নাজিমের নিকট হইতে তিনি বংশ-পরম্পরায় রায় উপাধি পাইয়াছিলেন।

রামকমল সেন—ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। ইনি ১১৮৯ সালে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৭৯৫ সালে) গৌরীভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮১৮ সালে এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে কর্ম্মে প্রবেশ করেন। তথাকার দেশীয় সম্পাদক ও কমিটীর সভ্য মনোনীত হন। অবশেষে টাকশালের দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ



হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের সদস্য ছিলেন, কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে মেডিক্যাল্ কমিশন নিযুক্ত হয় তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি একখানি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৫১ সালে (১৮৪৪ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত—১২৫৫ সালের ৩০শে শ্রাবণ (১৮৪৮ সালে) রামবাগানের সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশে ইঁহার জন্ম হয়। এখানকার শিক্ষা শেষ করিয়া ১৮৬৭ সালে সিবিল্ সার্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাত যান এবং সিবিলিয়ান্ হইয়া ফিরিয়া আসেন। তিনি একে একে বহু স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিয়া ডিভিসন্যাল্ কমিশনার পদে নিযুক্ত হন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। সরকারী কার্য্য



হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পুনরায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। তথা হইতে ফিরিয়া বরোদা রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন এবং এ-কার্য্যে যথেষ্ট যশোলাভ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহারই স্মৃতিতে রমেশ-ভবন গঠিত। এ সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও "বঙ্গবিজেতা", "মাধবীকঙ্কণ", "সমাজ" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ১৩১৬ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ তাঁহার দেহান্ত হয়।

রামগোপাল ঘোষ—১২২১ সালে আষাঢ় মাসে (১৮১৫ সালে) বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অবস্থা মন্দ থাকায় পরের অর্থ-সাহায্যে তিনি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি ইংরেজী ভাষায় সুন্দর কথা কহিতে ও লিখিতে পারিতেন এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুবক্তারূপেই তাঁহার প্রধান খ্যাতি ছিল। কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া প্রথম তিনি এক ইহুদীর কার্য্যে নিযুক্ত হন, পরিশেষে নিজে



স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন সকল সভা-সমিতি ও রাজনীতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "লিপি লিখন সভা" ও "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা" নামে যে সভা স্থাপিত হয় রামগোপাল তাহার প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন-বিষয়ে

তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি অতিশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন। ১২৭৪ সালে মাঘ মাসে (১৮৬৮ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধুগণের গৃহীত ৪০,০০০৲ টাকা ঋণ তিনি ছাড়িয়া দেন।

রামকৃষ্ণ কর্ম্মকার—১২৩৫ সালে হাবড়া জেলার দরফপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ ইঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়-বলে কলকারখানার কাজ, এঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ, ষ্ট্যাম্প কাগজের কল প্রভৃতিতে ইনি যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহা বাঙালীর মধ্যে গৌরবের কথা। কাশীপুর ও দমদম গান্-ফাউণ্ডারীতে কামান বন্দুকের কাজ শিক্ষা করিয়া অল্পকাল মধ্যেই এখানকার হেড-মিস্ত্রী হন। তৎপরে নেপাল রাজ্যে রাজার কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং তিনিই প্রথম সেখানে যন্ত্রযোগে মুদ্রা প্রস্তুত করেন এবং আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কাবুলেও আমীরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তথায় কল বসাইয়া কামান বন্দুকের কারখানা



স্থাপন করেন। আমীর এজন্য তাঁহাকে বহু পুরস্কার দান করেন। তথা হইতে রাজার আহ্বানে তিনি পুনরায় নেপালে আসেন এবং তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারখানার বহুল উন্নতি সাধন করা ভিন্ন কাঠের কারখানা, বৈদ্যুতিক আলোক, উন্নত প্রণালীর কামান, কামানের গাড়ী, মেসিন গান্ প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। মহারাজা তাঁহার কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাপ্তেন উপাধি এবং একটি সুদৃশ্য পাগড়ী উপহার দেন।

রামমোহন বসু—ইনি কলিকাতার পরপারে শালিখা গ্রামে ১১৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভবানী বেণের দলের জন্য গীত রচনা আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন অন্যান্য কবিওয়ালাদের দলের গান বাঁধিয়া প্রথমাবস্থায় উপার্জ্জন করিতে থাকেন। শীঘ্রই তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে তিনি নিজে একটি সখের দল করিয়া পরে উহা পেশাদারীতে পরিণত করেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে ছিল। তাঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর, সপ্তমী প্রভৃতি গানগুলি বাংলা সাহিত্যে অমূল্য রত্নস্বরূপ। ১২৩৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রসময় দত্ত—ইনি কলিকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তাঁহার সময়ে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। সেকালের কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট নামক যে বিচারালয় ছিল তিনি তাহার একজন বিচারক ছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা)—বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১২২৮ সালে ফাল্গুন মাসে (১৮২৪ সালে) শুঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্র মোগল বাদশাহের নিকট হইতে বংশানুক্রমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রলাল দশ-বারটি ভাষা জানিতেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত এবং বহু ভাষাবিৎ বাঙালী আর কেহ ছিলেন না। তিনি প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক ও অন্যান্য বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও "রহস্য সন্দর্ভ" নামক দুইখানি সাময়িক পত্র তিনি

সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সরকার কর্ত্তৃক একজন



কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভাপতি এবং পরে বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশ্যনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ ল এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর, সি-আই-ই এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা বিশেষ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ৬নং মাণিকতোলা ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসভবন ছিল। ১২৯৮ সালে শ্রাবণ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামমোহন মল্লিক—বড়বাজারের মল্লিক-বংশের নিমাইচরণ মল্লিক-মহাশয়ের ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৭৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। লবণের ব্যবসায় দ্বারা তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট দাতা ও সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তাঁহার পিতার নামে বড়বাজারে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

রামনিধি গুপ্ত—নিধুবাবু নামে ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাঁপড়া গ্রামে ১১৪৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতার কুমারটুলীতে বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন এবং পরে টপ্পা-গায়ক ও টপ্পা-সঙ্গীত রচয়িতারূপে তিনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১২৩৫ সালে ইঁহার দেহান্ত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—১২৭১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রবেশিকা হইতে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া পরে অধ্যক্ষ হন। তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। "প্রবৃত্তি", "জিজ্ঞাসা", "কর্ম্মকথা," "চরিত-কথা" নামে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

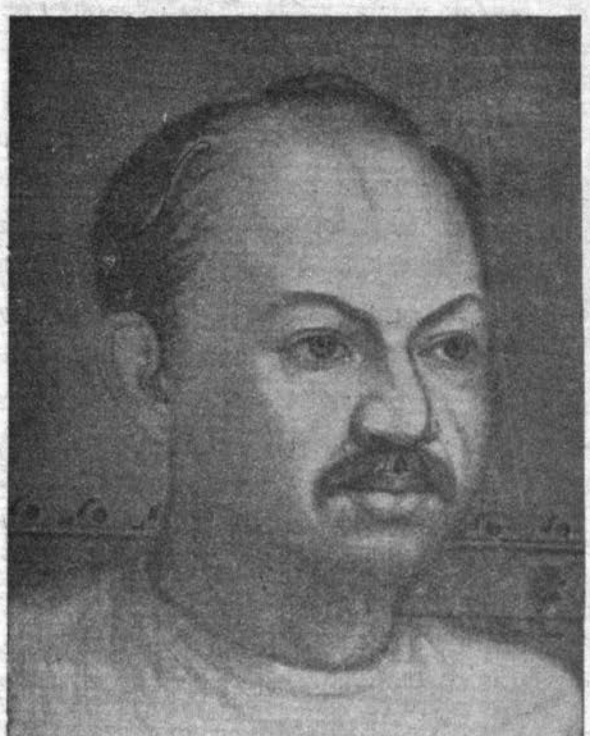
রামরাম বসু—বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার প্রথম যুগে বসু-মহাশয় "প্রতাপাদিত্য চরিত" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের বাংলা বিভাগে ইনি শিক্ষকতা করিতেন।

রামনারায়ণ মিত্র—দেড় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জোড়াবাগানে ইনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি সামান্য ইংরেজী জানা এক উকিলের কেরাণী ছিলেন।

রামজয় দত্ত—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কলুটোলায় একটি বিদ্যালয় ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে ইংরেজী পড়ান হইত। যতদূর জানা যায়, ইহাই বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়। রামকমল সেন ১৮০১ সালে এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি প্রথম বাঙালী বেলুনে উঠেন।

রাজেন্দ্র মল্লিক (রাজা)—ইনি খ্যাতনামা নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের দত্তক পুত্র ছিলেন। তিনি ১২২৬ সালে আষাঢ় মাসে (১৮১৯ সালে) জন্মগ্রহণ করেন।



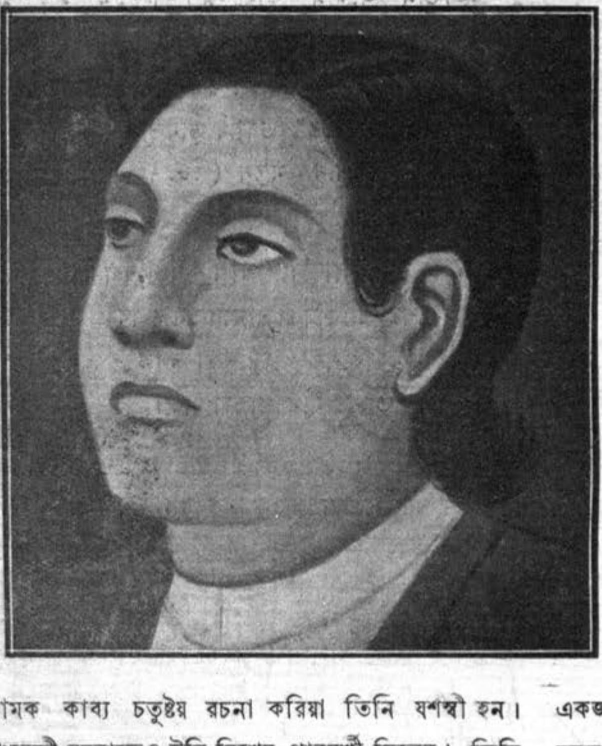
মল্লিক-মহাশয়দের আদিবাস ছিল স্বর্ণরেখা নদীতীরে কোন স্থানে, তৎপরে সপ্তগ্রাম এবং শেষে হুগলী ও চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় আসেন। চোরবাগানের জগন্নাথজীর বর্ত্তমান ঠাকুরবাটী আছে এবং অতিথিশালা নীলমণি মল্লিক-মহাশয় দ্বারা স্থাপিত হয়। মার্ব্বেল্ হাউস্ নামক অতুলনীয় প্রাসাদটি রাজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক মূল্যবান প্রস্তরমূর্ত্তি ও তৈলচিত্রাদি আছে। সমগ্র বাংলার মধ্যে এরূপ আর-একটি সুরম্য অট্টালিকা আছে কি না সন্দেহ। ইহার সংলগ্ন চিড়িয়াখানাও কলিকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য। তিনি বদান্যতার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সঙ্গীতকলা, চিত্র, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যায় তেমনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বুভুক্ষুদের জন্য বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া তাঁহাদের রক্ষা করেন। এই সময় পাঁচ-ছয় সহস্র লোককে তিনি অন্নদান করিতেন। এখনও শত শত দীনদুঃখী অন্ন পায়। এই দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" এবং পরে "রাজা বাহাদুর" উপাধি-ভূষিত করেন। ১২৯৪ সালে বৈশাখ মাসে (১৮৮৭ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামলোচন ঘোষ—পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ প্রথম ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৭৭৮ সালে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

রাজীবলোচন রায়চৌধুরী—ইনি বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর। কথিত আছে, কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দিরটি তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি—দক্ষিণেশ্বর তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধা রাণী রাসমণির ন্যায় মহাপ্রাণা মহিলা বাংলায় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কাশীযাত্রার দিনস্থির করিয়া পূর্ব্বদিন রাত্রে স্বপ্নে জগন্মাতার দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরে নবরত্ন মন্দির, নাটমন্দির, ভোগঘর, বিষ্ণুঘর প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিন শ্রীশ্রীভবতারিণী কালীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কালীমূর্ত্তি ভিন্ন শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ, দ্বাদশ শিবলিঙ্গ শ্রীশ্রীগণেশ প্রভৃতি আরও বহু দেবদেবী বিরাজ করিতেছেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পূজকরূপে তথায় অবস্থিতি করেন এবং এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কালনার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১২৩৮ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮২৬ সালে ইঁহার জন্ম হয়। হুগলী কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া কবিতা রচনায় বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন। "বাঘিনী" "কর্ম্মদেবী" "শূরসুন্দরী" ও "কাঞ্চীকাবেরী"



নামক কাব্য চতুষ্টয় রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। ইংরেজী রচনাতেও ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেক দিন যাবৎ এডুকেশন্ গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং কিছু দিন "রসসাগর" নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি ইনকম্ ট্যাক্সের এসেসর হইয়া পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। কটকে অবস্থানকালে কয়েকটি তাম্র শাসনের আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি সরকারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৪ সালে বৈশাখ মাসে, ইং ১৮৮৭ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

রামকমল সেন—ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। ইঁহার দর্জ্জীপাড়ার বাটীতে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা হইত। তখনকার দিনে এত বড় প্রতিমা আর কোথাও হইত না।

রাজবল্লভ (মহারাজা)—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজা রাজবল্লভ মহারাজা দুর্ল্লভরামের পুত্র। নবাবী আমলে ইনি ঢাকার ডেপুটী গভর্ণর ছিলেন এবং কিছুকালের জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য ছিলেন। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস ইংরেজ গভর্ণরের আশ্রয় লাভের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং এই ব্যাপার লইয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত মনোমালিন্য ঘটে। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ ইহাও অন্যতম কারণ। মহারাজা রাজবল্লভ বাগবাজারে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

রতন সরকার—প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। কথিত আছে, ১৬৭৯ সালে "ফ্যাকন্" নামক জাহাজখানি কলিকাতায় পৌছিলে তাহার অধ্যক্ষ একজন দ্বিভাষী অন্বেষণ করায়, তাঁহার কথা না বুঝিয়া একজন ধোপার আবশ্যক মনে করিয়া ধোপা রতন সরকারকে আনয়ন করা হয়। তিনি ইংরেজীর দুই-দশটা কথা মাত্র জানিতেন, কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকায় অধ্যক্ষের প্রিয়পাত্র হন। বড়বাজারে তাঁহার নামে দুইটি পথ আছে।

রাধানাথ শিকদার—১৮১৩ সালে জোড়াসাঁকোর শিকদারপাড়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত, বংশ-পরম্পরাক্রমে মুসলমান নবাবদিগের সময় পুলিস কমিশনারের কাজ করার জন্য এই উপাধি। তিনি সার্ভে অফিসে একটি সামান্য চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া পরে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহু বৎসর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার তেজস্বিতা, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান

ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি ইংরেজদিগের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হিমালয়ের উচ্চতা নিরূপণের কৃতিত্ব বহুলাংশে তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি বঙ্গভাষারও একজন সুহৃদ ছিলেন। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত একত্রে "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দশায় চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটি বাগান-বাটীতে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৮৭০ সালে সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

রসিকলাল ঘোষ—ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল চন্দননগরে। ইঁহার পিতা রামধন ঘোষ দেশীয়দিগের মধ্যে প্রথম বিহার প্রদেশে নীলকুঠী স্থাপন করেন। শিক্ষকরূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া একাউন্টেন্টএর প্রধান সহকারী পদে উন্নীত হন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বাটীতে সমারোহের সহিত সকল প্রকার পূজা হইত।

রাধাকৃষ্ণ মিত্র—ইনি দর্জ্জিপাড়ায় বাস করিতেন। ইনি ধার্ম্মিক এবং একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন। কাশীতে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির আছে।

রামচন্দ্র ঘোষ—ইনি কুমারটুলীর মজুমদার বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। তিনি হুগলীর নিকটবর্ত্তী আকুনা হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাসস্থাপন করেন। তাঁহার কৃত বহু সৎকর্ম্মের জন্য নবাবের নিকট হইতে তিনি মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মজুমদার-পরিবার কাশীতে শিবস্থাপন, মাহেশে দ্বাদশ মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং কুমারটুলীতে স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

রামসুন্দর মিত্র—কোম্পানীর পাটনার আফিংএর কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র মোহনলাল ও শ্যামলালের নামে বাগবাজারে দুইটি পথ আছে।

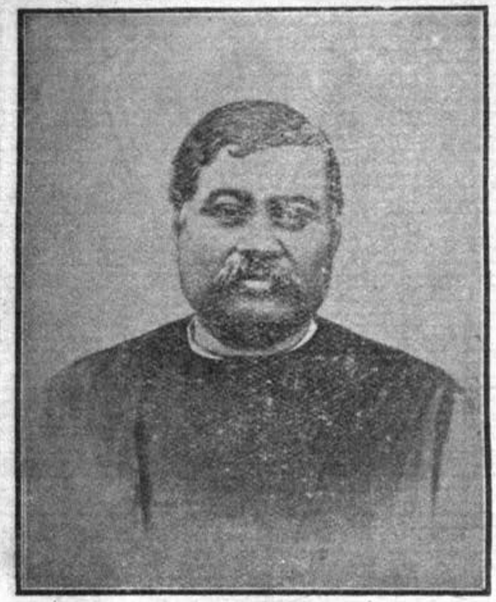
রামদুলাল দেব—রামদুলাল সরকার নামেই ইনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। ইনি প্রথম হাটখোলার মদনমোহন দত্তের বাটীতে ৫৲ টাকা বেতনে বিল-সরকাররূপে কাজ আরম্ভ করিয়া শেষে কোটীপতি



হইয়াছিলেন। তিনি যখন ১০৲ টাকা বেতনে জাহাজ-সরকারের কাজ করেন সেই সময় নিলামে তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে একখানি জলমগ্ন জাহাজ ১৪,০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন এবং উহার মূল্য জমা দিবার পূর্ব্বেই এক সাহেবকে এক লক্ষ টাকায় উহা বিক্রয় করেন। তিনি এই লাভের টাকা তাঁহার প্রভুকে দিতে চাহিলে তিনি রামদুলালের সততা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত টাকা তাঁহাকে দান করেন। ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের ভিত্তি। তৎপরে অন্যান্য কার্য্যের দ্বারা বিপুল ধন উপার্জ্জন করেন।

তিনি মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে একলক্ষ টাকা, হিন্দু কলেজ নির্ম্মাণে ত্রিশ হাজার টাকা এবং কাশীতে ত্রয়োদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠায় ২২,২২,০০০৲ টাকা ব্যয় করেন। তিনি দুই পুত্র (আশুতোষ ও প্রমথনাথ, যাঁহারা সাতুবাবু ও লাটুবাবু নামে খ্যাত) ও এককোটী বাইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হন।

রমেশচন্দ্র মিত্র—ইনি ১২৪৬ সালে ফাল্গুন মাসে, ইং ১৮৪০ সালে ২৪ পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেওয়ানী আদালতে উকিলরূপে প্রবেশ করিয়া পরে হাইকোর্টের জজ ও



অস্থায়ী চীফ্ জাষ্টিস্ হন। তিনি লাটসাহেবের কাউন্সিলের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে "নাইট্" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৩০৬ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮৯৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারই সুপ্রতিষ্ঠিত দুইটি পুত্র (স্যর বি. সি. মিত্র ও স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র) ছিল।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ উদ্বোধনের প্রথম দিবসে ইনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী-মহাশয় ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

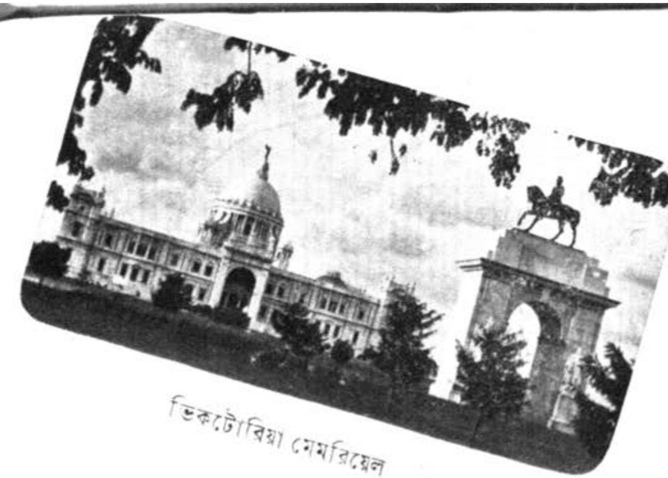
লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার—ইংরেজ আগমনের পূর্ব্ব হইতেই মজুমদার-বংশ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। জব চার্ণকের কলিকাতায় আগমনকালে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান লালদীঘি পুষ্করিণীটি ও তৎপার্শ্বে তাঁহার একটি পাকা কাছারি বাড়ী ছিল এবং শ্যামরায় বিগ্রহের ঠাকুরবাড়ী ছিল। কোম্পানীর সেরেস্তা রাখিবার জন্য তাঁহার কাছারি বাড়ীটি প্রথম ভাড়া লওয়া ও পরে ক্রয় করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেবের পিতামহ জন্ এণ্টনি তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত ধর—পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধর সাধারণতঃ নকুধর নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাদের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। লক্ষ্মীকান্ত জব্ চার্ণকের সহিত হুগলী হইতে সুতানুটীতে আসেন। তিনি তৎকালে একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন বন্ধু ছিলেন। কোম্পানীর অর্থের অভাব হইলে তিনি কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করিতেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি ক্লাইবকে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন এবং প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। শোভা-বাজারের রাজা নবকৃষ্ণের উন্নতির মূলে তিনি। তিনিই রাজা নবকৃষ্ণকে প্রথম ক্লাইবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়।

লালবিহারী দে (রেভারেণ্ড)—১২৩১ সালে (১৮২৫ সালে) বর্দ্ধমান জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। ডাক্তার ডফের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী হন এবং ১৮৪৩ সালে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন, তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "গোবিন্দ সামন্ত" নামক ইংরেজী গ্রন্থখানি সর্ব্বজন-প্রশংসিত। ১৮৬০ সালে কলিকাতায় একটি গির্জ্জার ভার পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাল্নায় ছিলেন। কেশবচন্দ্রের নবধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে Antidote to Brahmoism নামে এবং ইঁহার পূর্ব্বে বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম

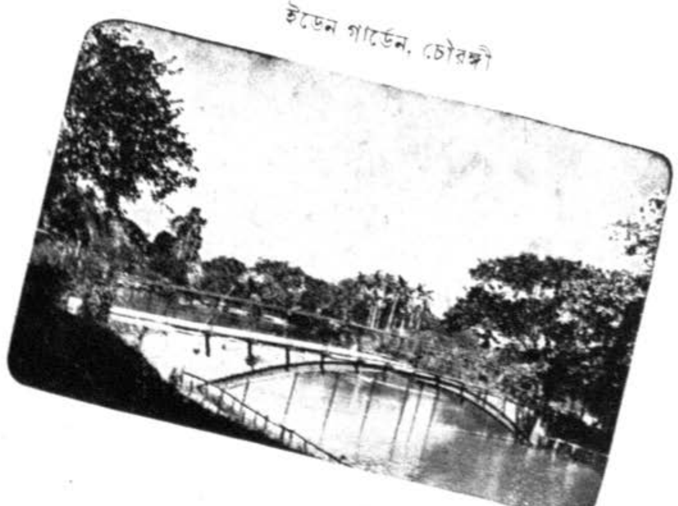


বেঙ্গল ক্লাব



ভিকটোরিয়া মেমরিয়েল

ইডেন গার্ডেন, চৌরঙ্গী



জেনারাল পোষ্ট অফিস্



প্রচারোদ্দেশ্যে "অরুণোদয়" ও Indian Reformer নামে এবং পরে "Friday Review" নামে তিনখানি



পত্রিকা দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার দেহান্ত হয়।

লালাবাবু—ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। ইনি পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র ছিলেন। কথিত আছে, লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময় সুবর্ণফলকে লিখিয়া পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ধনবানের পুত্র হইয়াও পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন মনস্থ করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গভর্ণমেণ্টের সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হন, তৎপরে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল হইতে থাকে এবং শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও পণ্ডিতগণের সহিত আলাপনে রত হন। তৎপরে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণের শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেন এবং তথায় সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি বৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীউর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া যান এবং সুন্দর ও সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিগ্রহ স্থাপন করেন। কথিত আছে, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে মহারাজা উপাধি দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে সর্ব্বত্যাগী ভিখারী জানাইয়া তাহা গ্রহণে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সত্যই তখন "মাধুকরী" ব্রত গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা দৈনিক আহার্য্য আহরণ করিতেন। ৪০ বৎসর বয়সে অপঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লালমোহন ঘোষ—জন্ম ১২৫৪ সালে, মৃত্যু ১৩১৬ সালে। ইনি স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি একবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।



ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তথায় ভারতের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার মত সরল ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিতে খুব কম

লোকই পারিতেন। তিনি একবার পার্লামেন্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন নির্ভীক ও সুবক্তা ছিলেন।

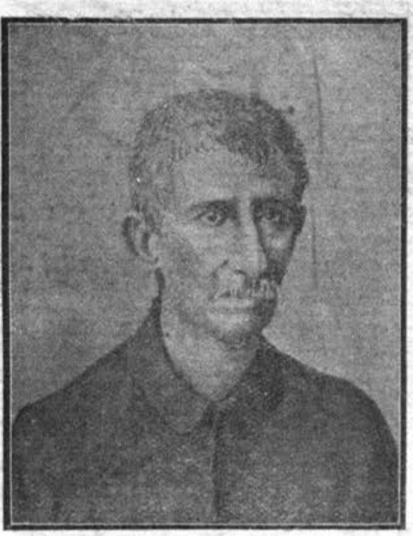
শঙ্কর ঘোষ—ইনি দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ঠন্‌ঠনিয়ায় বাস করিতেন। ইঁহার পূর্ণনাম রামশঙ্কর ঘোষ। ইনি একজন কালীভক্ত ছিলেন। সুবুদ্ধির কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ঠন্‌ঠনিয়ার বর্ত্তমান কালীমন্দির, পাষাণময়ী মূর্ত্তি ও পার্শ্বস্থিত শিবমন্দিরটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

"শঙ্কর হৃদয় মাঝে
কালী বিরাজে।"

শিবচন্দ্র দেব—ইনি ১৮১১ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হইয়া হিন্দু কলেজে শেষ হয়। তথায় তিনি ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করিয়া পরে দীর্ঘকাল ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কোন্নগর হিতৈষিণী সভা, ইংরেজী স্কুল, বাংলা স্কুল, পোষ্ট অফিস্, রেল ষ্টেশন, ডিস্‌পেন্সারী, ব্রাহ্ম-সমাজ, পুস্তকাগার প্রভৃতি স্থাপিত হয়। একটি বালিকা বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া আরব্য উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং শিশুপালন ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শান্তিরাম সিংহ—ইনি কোম্পানী-আমলে দেওয়ান ছিলেন। নানাবিধ পুণ্য কার্য্যের দ্বারা তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বারাণসীতে তিনি একটি শিবস্থাপনা করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার পৌত্র ছিলেন।

শিশিরকুমার ঘোষ—ইনি যশোহর জেলার মাগুরায় জন্মগ্রহণ করেন। নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ ১৮৬৮ সালে "অমৃতবাজার পত্রিকা" নামে একখানি বাংলা সংবাদপত্র তাঁহার দেশ হইতে প্রকাশ করেন। গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ



করিয়া আইন প্রণয়ন করিলে তিনি উহা ইংরেজীতে প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৮১ সালে পত্রিকা কার্য্যালয় কলিকাতায় আসে। Hindu Spiritual Magazine নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার "অমিয় নিমাইচরিত" এবং Lord Gauranga নামক গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বজনসমাদৃত।

শিবনাথ শাস্ত্রী—ইনি ১২৫৩ সালে মাঘ মাসে চাঙড়িপোতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্মানের সহিত এম্-এ ও শাস্ত্রী উপাধি লইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হন। তাঁহার পঠদ্দশায় ভবানীপুরে বানকালে বাসার নিকটে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্য দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই সময়েই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হইলে সোমপ্রকাশ সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। "সমদর্শী" নামক একখানি মাসিকপত্রও তিনি বাহির করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা-

বিষয়ে তিনি একজন উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনিই আচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি



বিলাত যাত্রা করেন এবং ছয় মাস তথায় থাকিয়া ফিরিয়া আসেন। ইনি নানা বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। ১৩২৬ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৯১৯ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—ইনি ১২২৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথমে কুড়ি টাকা বেতনের একটি সামান্য চাকুরী গ্রহণ করিয়া পরে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন এবং প্রায় পাঁচ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। এ-দেশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদ প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুদিন যাবৎ প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। ১২৭৪ সালে তাঁহার



দেহান্ত ঘটে। ভবানীপুরে তাঁহার নামে একটি হাসপাতাল তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

শোভারাম বসাক—অষ্টাদশ শতাব্দীর বসাকদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। হলওয়েল সাহেব শ্যামবাজারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চার্লস্ বাজার করিয়াছিলেন, কিন্তু শোভারাম তাঁহার এক আত্মীয় শ্যাম বসাকের নামে শ্যামবাজার নাম দেন। তাঁহার নামে একটি পথ আছে।

শ্যামাচরণ লাহা—ইনি ১৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ধনীর সন্তান হইলেও তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায় কার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলের একজন ডিরেক্টর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর পরামর্শ সভার একজন সভ্য ছিলেন। তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং ২৪ পরগণার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কয়েক বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যও ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য দানের মধ্যে

মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-চিকিৎসা শ্যামাচরণ ল ভবনের জন্য ৬০,০০০্ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ সালে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

শিবরাম সন্ন্যাস—ইনি যশোহর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। হাটখোলার দত্তদের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসায় কার্য্যের দ্বারা তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে তিনি চব্বিশটি নীলের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রায় ষাট লক্ষ টাকার সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীহরি ঘোষ—ইহার পূর্ব্বপুরুষ মনোহর ঘোষ অন্যত্র হইতে চিৎপুরে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। তিনি রাজা টোডরমলের অধীনে সামান্য কার্য্যে প্রবেশ করিয়া পরে বহু অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হন। তিনি সর্ব্বমঙ্গলা ও চিত্তেশ্বরী দেবীর একটি ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনোহরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামসন্তোষ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলরাম কিছুদিন এখানে-ওখানে থাকার পর চন্দননগরে বাস করেন। বলরামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা কলিকাতার বাগবাজারস্থিত কাঁটাপুকুর পল্লীতে উঠিয়া যান এবং প্রায় কুড়ি বিঘা জমি লইয়া এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন।

শ্রীহরি ঘোষ বলরামের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি মুঙ্গেরের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন এবং এই কার্য্যের দ্বারা প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তিনি দানধ্যান ক্রিয়া-কলাপে বহু অর্থব্যয় করিতেন এবং বহু স্বজাতীয় ও আত্মীয়কে বাটীতে আশ্রয় দিতেন। এতদ্ভিন্ন অনাহূত রবাহূত বহুলোকেও তাঁহার বাটী সদা কোলাহল-মুখরিত করিয়া রাখিত। এই সকল কারণে লোকে তাঁহার বাটীকে "হরিঘোষের গোয়াল" বলিত। শেষাবস্থায় তিনি কাশীবাসী হন এবং তথায় পরলোকগমন করেন।

শিবচন্দ্র গুহ—ইনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতার বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত। এই গুহ-বংশ প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ১৭৯৩ সালে শিবচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি একটি সওদাগরী অফিসে কেরাণীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পরে মুচ্ছুদ্দি হইয়া এবং স্বতন্ত্র ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সৎকার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভীম ঘোষের ষ্ট্রীটে শিবমন্দির ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও ২৪ পরগণায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য কতিপয় জলাশয় প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক—ইনি ১২৪৭ সালে পটলডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন এবং অচিরে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি দীন-দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। দুস্থ হিন্দুবিধবাদের সাহায্যকল্পে তাঁহার জননী বিন্দুবাসিনীর নামে একটি তহবিল স্থাপন করেন। বেদান্তচর্চ্চার সাহায্যকল্পে তিনি মৃত্যুকালে বেদান্ত-বৃত্তি স্থাপনের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উইল করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তাহারই ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রীগোপাল', ফেলোশিপ লেকচারের আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৩০৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শম্ভুচন্দ্র শেঠ—ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া ছয় টাকা বেতনে একটি দোকানে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে কোন আত্মীয়-প্রদত্ত সামান্য

মূলধন লইয়া ছোট একখানি লোহার দোকান করেন। ক্রমে তাঁহার সততা, সত্যবাদিতা ও অধ্যবসায়-গুণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শম্ভুচন্দ্র শেঠ এণ্ড সন্স্ কলিকাতার মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বাঙালীকে লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির আমদানী ব্যবসায়ের প্রধানতঃ ইনিই পথ-প্রদর্শক। শুধু ভারতে নয়, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি যে সকল দেশে ইহাদের ব্যবসায়-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই সকল স্থানেই ইহাদের নাম সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিল। কলিকাতা ও ইউরোপের ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহাকে সকলে এত অধিক বিশ্বাস করিত যে, তিনি কখনও কোন চুক্তিপত্রে সহি করেন নাই। তিনি একজন ধার্ম্মিক ও দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

শ্রীনাথ রায় (রাজা)—ঢাকা জেলার ভাগ্যকুল গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডুবংশে ১৮৪১ সালে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। দানশীলতার জন্য ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ নবাব কর্ত্তৃক রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। শ্রীনাথবাবু প্রথমে ঢাকা পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইনি ইকনমিক মিউজিয়মের ট্রাষ্টী, জুলজি-ক্যাল গার্ডেনের আজীবন সভ্য, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রোড সেস্ ও শিক্ষা সমিতির সদস্য, মিটফোর্ড হাসপাতালের আজীবন গভর্ণর এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহোদর রাজা জানকীনাথ রায় ও রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের সহিত মিলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে চক্ষু চিকিৎসালয়, সীতাকুণ্ডু ওয়াটার ওয়ার্কস্ ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা কলিকাতায় দরিদ্রদের জন্য একটি আদর্শ বস্তি বিল্ডিং নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতায় তাঁহাদের বহু ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান আছে। ঢাকা ও কলিকাতায় একটি ষ্টীমার সার্ভিসও তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের ন্যায় ধনী বাংলায় অতি অল্পই আছেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীনাথবাবু রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি ১২৪৬ সালে বৈশাখ মাসে, ইং ১৮৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজ ছাড়িয়া হিন্দু পেট্রীয়ট্ পত্রিকার প্রথম সহকারী সম্পাদক পরে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পীড়িত হইলে সম্পাদকের কার্য্য করেন। "সমাচার হিন্দুস্থান", Mookerjee's Magazine এবং Reis and Rayyet" পত্রের পরিচালক ও সম্পাদক তিনিই ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে "তালুকদার এসোসিয়েশ্যনে"র সম্পাদক ছিলেন এবং বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া "ইণ্ডিয়ান লীগ" নামক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও সুলেখক বাঙালীর মধ্যে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৩০০ সালের মাঘ মাসে, ইং ১৮০৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শুকদেব মল্লিক—নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে বহু ইংরেজ ও দেশীয় বাসিন্দার সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়। নবাব মীরজাফর এজন্য কোম্পানীকে মোট এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিয়াছিলেন। যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালী আক্রমণের সময় কলিকাতা ত্যাগ করেন নাই এবং কোম্পানীর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই; তাঁহাদিগকে উক্ত টাকার অংশ দেওয়া হয়। ইহা বিতরণের জন্য যে কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে শুকদেব মল্লিক অন্যতম। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিশনার ছিলেন। নয়নচাঁদ মল্লিক, নীলমণি মিত্র, গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক, রতন সরকার, দুর্গাদাস দত্ত, আইনুদ্দিন, মহম্মদ সাদেক, দয়ারাম বসু, রামসন্তোষ, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, রঘুনাথ মিত্র ও আলিজান ভাই।

শরৎকুমার বসুমল্লিক—ইংলণ্ডে গিয়া ইনি বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং তথায় চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া এম্ বি সি এম্ উপাধি প্রাপ্ত হন। বিলাতে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তথায় উচ্চ রাজকার্য্যেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাঙালী পল্টন সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—ইনি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন। ১৩০৮ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত একত্র "বঙ্গদর্শনে"র নবপর্য্যায় প্রকাশ করেন। ইঁহার পৈত্রিক নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বৈদ্য-নওপাড়া গ্রাম।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—ইনি ১৮৬৯ সালে পাবনা জেলায় বারেঙ্গ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথমে পাবনায়, পরে কলিকাতায় শিক্ষকতা করেন। তৎপরে "প্রতিবেশী" "পিপল্ এণ্ড প্রতিবেশী", "বন্দেমাতরম্", "সার্ভেণ্ট" প্রভৃতি পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উহাদের সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। তিনি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং দেশের কার্য্যে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি একবার নির্ব্বাসিত, একবার ইণ্টার্ণ ও একবার কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সন্তোষ রায়চৌধুরী—বড়িশার সাবর্ণ গোত্রজ সুপ্রসিদ্ধ চৌধুরী-বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা সন্ধ্যাকালে ভাগীরথী-বক্ষে নৌকাযোগে যাইতে যাইতে গভীর বনমধ্যে শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ শ্রবণে কৌতূহলী হইয়া তথায় গমন করেন এবং এক ব্রহ্মচারীকে একটি পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তির সন্ধ্যাকালীন আরতি করিতে দেখেন। তদবধি জনসমাজে কালীমূর্ত্তির কথা প্রচারিত হয়।

সীতারাম ঘোষ—ইনি বেহালা-বড়িশার ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা, খ্যাতনামা হরচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার নামে একটি পথ আছে।

সুখময় রায় (মহারাজা)—পোস্তার রাজবংশের আদি পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ধরের দৌহিত্ররূপে ইনি তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি জনহিতকল্পে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। এই সকলের মধ্যে উলুবেড়িয়া হইতে পুরীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত ২৮০ মাইল পথ ও তৎপার্শ্বে বহুসংখ্যক ইষ্টক নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত ধর্ম্মশালা ও কূপ ১,৫০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করান, বৃন্দাবনস্থ তাঁহার কুঞ্জে অতিথি-অভ্যাগতদের সেবার জন্য ১৫,০০০৲ এবং সুতোবাদীতে গোপালজীর পূজার জন্য ১৪,০০০৲ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক তিনি মহারাজা উপাধি এবং পালকি ব্যবহারের অধিকার প্রাপ্ত হন। বেঙ্গল্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে তিনিই প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮১১ সালে তিনি লোকান্তরিত হন।

স্বর্ণময়ী (মহারাণী)—ইনি ১৮২৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বামী রাজা বাহাদুর কৃষ্ণনাথ নন্দী তাঁহার কলিকাতার চিৎপুরের বাটীতে আত্মহত্যা করিবার পর, রাজার উইল অনুসারে স্বর্ণময়ীর স্ত্রীধন ছাড়া সমস্ত সম্পত্তি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিকার করেন। স্বর্ণময়ী সামান্য বাংলা লেখাপড়া যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজ সম্পত্তি ও জমিদারীর কাজ বেশ বুঝিতে পারিতেন। তিনি স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম্ কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন ; তিন বৎসর পরে আদালত উইল নামঞ্জুর করেন। স্বর্ণময়ীর দান অসাধারণ ছিল। তিনি বহরমপুরে জলের কলে ১,৫০,০০০৲, উত্তর বঙ্গের দুর্ভিক্ষে ১,২৫,০০০৲, মেডিক্যাল্ কলেজ ও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল্ স্কুলের ফিমেল্ হোষ্টেলে ১,১০,০০০৲ দান করিয়াছিলেন। বহরমপুর কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৎসরে ১৬,০০০৲ হইতে

২০,০০০৲ টাকা দান করিতেন। এতদ্ভিন্ন জলাশয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, টোল প্রভৃতিতে অনেক দান করিয়াছেন। পৌষ ও চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনি সহস্র সহস্র বাঙালী দুঃখীকে ভোজন করাইতেন।

স্বর্ণময়ী সর্ব্বাংশে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-বিধবার ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রথমে রাণী, তৎপরে মহারাণী এবং পরিশেষে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (রাজা)—ইনি ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় প্রদান করেন। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বৎসর বয়সে "ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত" এবং "মুক্তাবলী" নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। পরে তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের বঙ্গানুবাদ, মণিমালা, ধাতুমালা প্রভৃতি গ্রন্থ সকল লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধি এসবের জন্য নহে। তিনি একজন সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষে নয়, সুদূর আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে কোন ভারতীয় কোন বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাহা পান নাই। তিনি ফিলাডেল্‌ফিয়া ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্তর অব্ মিউজিক্, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট সি আই ই এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। নেপাল হইতে "সঙ্গীত-শিল্প-সাগর" ও "ভারতীয় সঙ্গীত নায়ক" উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটী ও রয়েল্ সোসাইটী অব্ লিটারেচার সভার সভ্য ছিলেন, এবং ফ্রান্স, ইটালী, সুইডেন, রাশিয়া, ডেনমার্ক, জার্ম্মানী, স্পেন, ঈজিপ্ট, জাপান, চীন প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সুসভ্য দেশেও তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্ হইয়াছিলেন।

তিনি কলুটোলায় ও চিৎপুর রোডে বেঙ্গল মিউজিক্ স্কুল নামে দুইটি সঙ্গীত শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব্ মিউজিকে সুগায়ক ও সুগায়িকাকে স্বর্ণ পদক দিবার জন্য এককালীন অর্থ দিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী ও পিতার নামে বৃত্তি ও মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর দ্বীপে পিতার নামে একটি পুষ্করিণী খনন ও বরাহনগরে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বরিশাল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি দান এবং লেডী ডফরিন্ হাসপাতাল-গৃহ ও আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

সাতু রায়—ইনি ১২০৯ সালে নদীয়া জেলার বৈঁচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবিওয়ালাদের অবৈতনিক বাঁধনদাররূপে বিশেষ খ্যাতিপন্ন ছিলেন। ভোলা ময়রা, গরাণহাটার সখের দলের অধিকারী প্রভৃতি অনেকের গান বাঁধিয়া দিতেন। ১২৭৩ সালে ইঁহার প্রাণান্ত ঘটে।

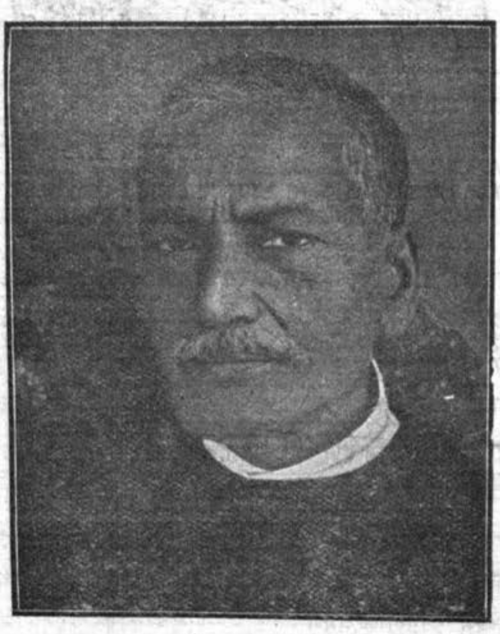
সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী—ইনি ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮২৬ সালে ঢাকা জেলার কনকসার নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক গুডিভ্ সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় সরকার হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া ১৮৪৫ সালে চিকিৎসা শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। তথা হইতে সম্মানের সহিত এম্-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং মেডিক্যাল্ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসরের পর বেঙ্গল্ মেডিক্যাল সার্ভিসে চাকুরী প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙালী কভ্‌ন্যাণ্টেড্ সার্ভিসে প্রবেশ করেন নাই। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং একটি ইংরেজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৭৪ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

সুরেশ বিশ্বাস (কর্ণেল)—ইনি ১৮৬১ সালে রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আনীত হন। লেখাপড়ায় মনোযোগী না হওয়ায় এবং



খ্রীষ্টানগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করায় পিতার সহিত মনোবিবাদ ঘটে। তৎপরে গৃহত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭ বৎসর বয়সে বি এস্ এন্ কোম্পানীর একখানি জাহাজে Assistant Steward রূপে তিনি লণ্ডন যান এবং তথায় সংবাদপত্র বিক্রয় ও পরে কুলীর কাজ করিয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করেন। এই সময় তিনি গণিত, জ্যোতিষ, গ্রীক্, ল্যাটিন্ ও রসায়ন কিছু কিছু শিক্ষা করেন। তৎপরে তিনি একটি সার্কাসের দলে নিযুক্ত হন এবং হিংস্র পশুদমন শিক্ষা করিয়া ইনি লণ্ডন প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। সার্কাসের দলের সহিত তিনি জার্ম্মানী গমন করেন এবং তথায় জামবাক ও পরে জোগ কার্ল কর্ত্তৃক পশুদমন-কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তথাকার জনৈক ভদ্রবংশ-সম্ভূতা যুবতীর সহিত প্রণয় সঞ্চার হওয়ায় যুবতীর আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক সুরেশের জীবন সংশয় হইলে তিনি একটি বড় সার্কাস দলের সহিত আমেরিকায় পলায়ন করেন। সেখানে যাইয়া পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে এক চিকিৎসকের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। তথায় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইলে তিনি মাত্র পাঁচটি সেনা লইয়া অসীম সাহসের সহিত শত্রুগণকে পরাভূত করেন। এই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি প্রথম লেফটন্যাণ্ট্ পদে উন্নীত হন, ক্রমে মৃত্যুর পূর্ব্বে কর্ণেল্ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ১৩১২ সালে আষাঢ় মাসে (১৯০৫ সালে) রাইও ডি জেনারো নগরে প্রাণত্যাগ ঘটে।

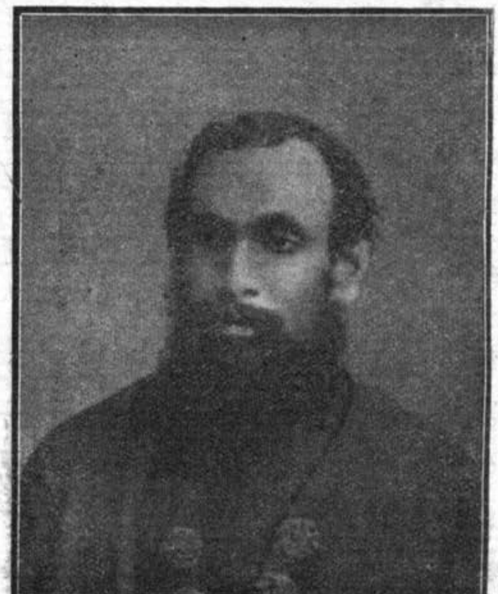
সারদাচরণ মিত্র—১২৫৫ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮৪৮ সালে সারদাচরণের জন্ম হয়। ইনি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বি-এল্ পাস করিয়া ইনি



হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে প্রথম অস্থায়ীভাবে এবং শেষে স্থায়ীভাবে হাইকোর্টের

জজের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ও সভাপতি ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৫৫ সালে ২৮শে কার্ত্তিক, ইং ১৮৪৮ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাস করিয়া সিবিল্ সার্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি



শ্রীহট্টের য়্যাসিষ্টাণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পান, কিন্তু সামান্য ত্রুটির জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা অনুকম্পা-বৃত্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসারিত করেন। তৎপরে সিটি কলেজ, মেট্রপলিটান্ কলেজ প্রভৃতিতে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১৮৮২ সালে বৌবাজারে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ইহাই পরে রিপন্ কলেজে পরিণত হয়। তিনিই আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাহার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। বেঙ্গলী পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং পরে উহা দৈনিকে পরিণত করেন। তিনি আজীবন ইহার সম্পাদক ছিলেন।

হাইকোর্টের জজ নরিস্ সাহেবের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করায় তাঁহাকে দুই মাস সিবিল জেল্ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারত-বিষয়ক আন্দোলনের জন্য তিনি ১৮৯০ সালে বিলাত যান। রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞানে তিনি অতুলনীয়। আধুনিক প্রণালীর রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চা ও অন্দোলনের তিনিই প্রধান প্রবর্ত্তক। জাতীয় মহাসমিতির তিনি অন্যতম স্রষ্টা এবং একাদশ ও অষ্টাদশ অধিবেশনে দুইবার ইহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় তেজস্বী নির্ভীক এবং অসাধারণ বাগ্মী বাংলা তথা ভারতে অধিক জন্মগ্রহণ করে নাই। তিনি বহুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন এবং এই সভার প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ম্যাকেঞ্জি-ঘটিত একটি প্রতিবাদে ২৮ জন কমিশনারসহ কমিশনার পদ ত্যাগ করেন। কংগ্রেসের সহিত মতের অনৈক্য ঘটিলে উহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া Moderate Conference নামক একটি সমিতি সৃষ্টি করেন এবং পরে তাহার নাম রাখেন National Liberal League. জুরি নোটিফিকেশ্যন্ প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনের ফলে প্রত্যাহৃত হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষ্যে যে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তিনিই তাহার মূল ছিলেন, এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মর্লের Settled Fct of Bengal Partition তাঁহারই আন্দোলনে পরিবর্ত্তিত হয়। শেষ জীবনে গভর্ণমেণ্টের সহিত সাহচর্য্য করেন এবং মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম্ম অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল আইন সংস্কার করিয়া প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। জীবন-সন্ধ্যায় সরকার তাঁহাকে স্যর উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩৩২ সালে ২২শে শ্রাবণ মণিরামপুর বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইনি ১৮৩২ সালে রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু ও ঢাকা কলেজে সম্মানের সহিত শিক্ষা শেষ করিয়া মেডিক্যাল্ কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জি-এম-বি-সি উপাধি লাভ করেন। তিনি সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রথম ব্রহ্মদেশে যান, পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৈনিক বিভাগে চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হইলে পূর্ব্বাহ্নেই সংবাদ পাওয়ায় তথাকার ইংরেজ কর্ম্মচারিগণকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ দেন। ইহাতে তাঁহার পদবৃদ্ধির সহায়তা করে এবং ক্রমে ব্রীগেড-সার্জ্জন্ পদে উন্নীত হন। লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য হ্যাভলকের সৈন্যদলে এবং বিহারে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ইহার পর উপরিতন কর্ম্মচারীদের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে প্রথম শ্রীরামপুর, পরে কলিকাতায় বিশেষ যশের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আর্ত্তবন্ধু মহাপ্রাণ চিকিৎসক খুব অল্পই দেখা যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য, ফ্যাকালটী অব্ মেডিসিন্ ও মেডিক্যাল সোসাইটী এবং College of Surgeons and Physicians-এর সভাপতি হইয়াছিলেন। শেষোক্ত উভয় স্থানেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। সরকার তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি শেষাবস্থায় মধুপুরে বাস করিয়া তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার চিতাভস্মের উপর স্মৃতিস্তম্ভ ও শ্মশানে সুন্দর বিশ্রামাগার তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। স্বনামধন্য দেশগৌরব দেবপ্রসাদ ও সুরেশপ্রসাদ তাঁহার পুত্র।

সারদারঞ্জন রায়—ইনি বিদ্যাসাগর কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। একাধারে এত কৃতিত্বসম্পন্ন অধ্যাপক কমই দেখা যায়। গণিত ও সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ক্রীড়া-কৌতুকেও তিনি অসংখ্য ছাত্রের গুরু ছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট ক্রীকেট খেলোয়াড় ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তিনি ১২৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আই সি এস্ হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সেসনস্ জজ হইয়াছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ১৩২৯ সালে ২৪শে পৌষ তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী—এ-যুগের বাণীর সেবিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী শীর্ষস্থানীয়া, গদ্য সাহিত্যেও তিনি সাম্রাজ্ঞী। পদ্যেও তাঁহার প্রতিভা বিকশিত। ষাট বৎসর ধরিয়া গদ্যে ও পদ্যে সমানভাবে তাঁহার প্রতিভা বিকীর্ণ হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান যেমন বিপুল তেমনি বিচিত্র। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ১২৬৫ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। দশম বর্ষে (১৮৬৮ সালে) জানকী ঘোষাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।



১২৮২ সালে প্রথম গ্রন্থ 'দীপ নির্ব্বাণ' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি বসন্ত উৎসব নাটক ১২৮২তে প্রকাশিত।

তিনি ইংরেজী ভাষায় Fatal Garland নামে এক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিখ্যাত "জগত্তারিণী" পদক প্রদান করে। ইনিই প্রথম মহিলা এই পদক পাইয়াছিলেন। ১৩৩৮ সালে ভবানীপুরে উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। 'কনেবদল' 'ছিন্নমুকুল', 'স্নেহলতা', 'কাহাকে', 'ফুলের মালা' 'গীতসুধা', 'নিবেদিতা' আদি বহু উপন্যাস, নাটক, কবিতাপুস্তক ও শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি তিনি লিখিয়াছিলেন। তিনি মাসিক পত্রিকার প্রথম মহিলা সম্পাদিকা। তিনি 'ভারতী' ১২৯০-১২৯২, ভারতী ও বালক ১২৯২-১৩০১ ও ১৩১৫ হইতে ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৩০২ হইতে ১৩১২ পর্য্যন্ত তাঁহারই কন্যা সরলা দেবী উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জাতীয় মহা সমিতির তিনি প্রথম মহিলা প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে বালীগঞ্জের বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন তেজস্বী সাহিত্যিক এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল "সাহিত্য" নামক উচ্চাঙ্গের একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদন করেন। তাহাতে যেভাবে সমালোচনা বাহির হইত তাহা অন্যত্র দেখা যাইত না। তাঁহার বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকও কয়েকখানি আছে। তিনি "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" ও কিছুদিন "বসুমতী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাংলায় সুন্দর বক্তৃতা করিবারও ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ১৯২০ সালে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—ইনি ১২৭৬ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮৬৯ সালে বৈদ্যনাথে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্র সেবায় নিযুক্ত হন এবং হিতবাদী পত্রিকার প্রুফ-রীডার রূপে প্রবেশ করিয়া পরে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ বর্ষ কাল হিতবাদীর সম্পাদকের কার্য্য করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। "দেশের কথা" "ঝান্সীর রাজকুমার" "বাজীরাও" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৩১৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে, ইং ১৯১২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—ইনি ১৮৬৫ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরসুট্ বামুনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া মেডিক্যাল্ কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তথায় এম-ডি পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রথমে মেয়ো হাসপাতালে কার্য্য গ্রহণ করেন, কিন্তু শীঘ্র সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসাকার্য্যে লিপ্ত হন। ক্রমে তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান অস্ত্রচিকিৎসক হইয়া উঠেন। এ-বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের কথা অবগত হইয়া বিলাতের বড় বড় চিকিৎসকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, কালীকৃষ্ণ বাগচি প্রমুখ ব্যক্তির সহায়তায় সুরেশচন্দ্র College of Surgeons and Physicians of Bengal নামে চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গত মহাযুদ্ধের সময় আহতগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত যে "বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর" গঠিত হয় তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য, সিণ্ডিকেটের সদস্য ও মেডিক্যাল কলেজের অবৈতনিক ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি গভর্ণমেন্টের নিকট সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২০ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড)—বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ সালে ইহার জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আইন শিক্ষার্থ ইংলণ্ড গমন করেন। তথায় কলেজে কৃতিত্বের জন্য মোট ৫৫০ গিনি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ সালে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায়

প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯০৪ সালে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল্ এবং দুই বৎসর পরে য়্যাডভোকেট-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে তিনিই (প্রথম ভারতবাসী) ভারত-গভর্ণমেন্টের কার্য্যকরী সমিতির ব্যবস্থা-সচিবের (Law Member, Viceroy's Council) পদ প্রাপ্ত হন। মহাযুদ্ধের সময় বিলাতের সামরিক মন্ত্রণাসভায় তিনি একজন সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম ভারতবাসী Under Secretary to the States of India হন। মহাযুদ্ধের অবসানে সন্ধি-বৈঠকে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। তৎপরে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া সহকারী ভারত-সচিব রূপে পার্লামেণ্ট মহাসভায় আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বাঙালী লর্ড হন। পরিশেষে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রবর্ত্তিত সংস্কারের পর তিনি বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর নিযুক্ত হন। প্রথম বাঙালী বা ভারতীয় গভর্ণর তিনিই প্রথম হন। এক বৎসর পরে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় এই পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি ইতিপূর্ব্বে "নাইট" হইয়াছিলেন এবং জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

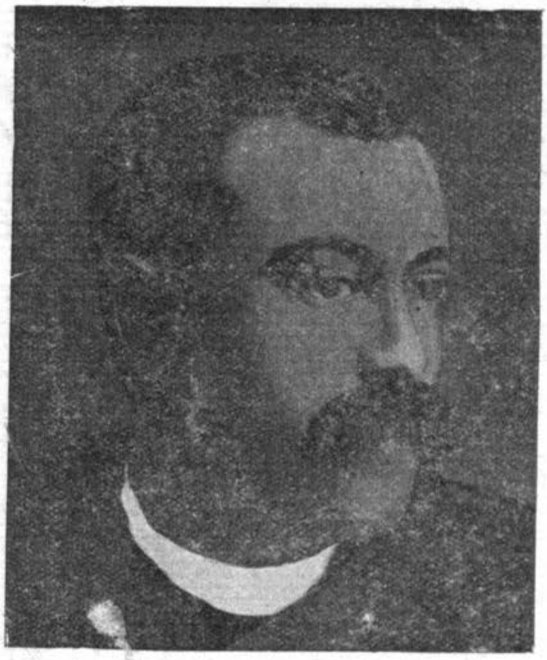
সত্যব্রত সামশ্রমী—১৮৪৬ সালে ইনি পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশীতে থাকিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তথায় বুন্দির মহারাজার চেষ্টায় "সামশ্রমী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি প্রথম কাশ্মীরের মহারাজার পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তৎপরে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটীর বিব্‌লিয়োথিকা ইণ্ডিকার জন্য সামবেদ মুদ্রাঙ্কনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। পরে সোসাইটী কর্ত্তৃক "নিরুক্ত" নামক বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অভিধান প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হন। ইনি বেদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, কবিতা, বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও বাংলায় মোট ষাট-সত্তর খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের :বেদের লেকচারার ছিলেন। ১৯১১ সালে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে দেহত্যাগ করেন।

হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ ছিলেন। ইঁহার নামে বহুবাজারে একটি পথ আছে।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৪ সালে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্রতা-নিবন্ধন ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। প্রথম দশ টাকা বেতনে টালক্ কোম্পানীর কার্য্যে প্রবেশ করেন, তৎপরে মিলিটারি অডিট অফিসে পঁচিশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী পান, শেষে উহা মাসিক চারি শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে বাঙালীদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ইংরেজী ভাষায় দখল খুব কম লোকেরই ছিল। তিনি হিন্দুপেট্রিয়ট নামক সংবাদপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে সাধারণের চাঁদায় তাঁহার নামে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ ভবনে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

হরচন্দ্র ঘোষ—১২১৪ সালে বৈশাখ মাসে (১৮০৮ সালে) বেহালার ঘোষবংশে ইঁহার জন্ম হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের পর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে গভর্ণর-জেনারেলের দেওয়ানের পদ দিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি নূতন সৃষ্ট মুন্‌সেফের পদে এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তৎপরে বাঁকুড়ার সদর আমিনের পদে উন্নীত হন। ইহার পর কয়েক বৎসর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১৮৫২ সালে জুনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং দুই বৎসর পরে ছোট আদালতের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই ছোট আদালতের প্রথম জজ হন। তিনি বাঁকুড়া ও বেহালায় দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি-ভূষিত করেন। ছোট আদালতের সম্মুখের বারান্দায় তাঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১২৭৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১২৪৫ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতায় থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন এবং বরাবর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি কেরাণীর কার্য্য করিতে করিতে বি-এ, এবং বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে শ্রীরামপুর ও হাবড়ায় মুন্‌সেফের কার্য্য করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে Norton's



Law of Evidence নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন; এজন্য প্রায় দুই সহস্র টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। ১৮৬৪-৬৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুসারে ত্রিশ টাকা জমা দিয়া তিনি বি-এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ-সবের জন্য হেমচন্দ্রের খ্যাতি নহে; তিনি তৎকালের একজন শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি ছিলেন। বৃত্র-সংহার, চিন্তা-তরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্য, ভারত-বিলাপ, ভারত-সঙ্গীত ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে শেষাবস্থায় তিনি অন্ধ হইয়া যান। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অতিরিক্ত দান হেতু কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিলেন। শেষাবস্থায় সরকারের বৃত্তি ও অপরের দানের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ১৩১০ সালে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

হরু ঠাকুর—ইঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ১১৫৪ সালে কলিকাতার সিমুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তিনি একজন স্বভাবকবি ছিলেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি একটি কবির দল গঠন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস নামক অপর একজন কবিওয়ালার নিকট তাঁহার স্বরচিত গানগুলি সংশোধন করাইয়া লইয়া গাওনা করিতেন। তাঁহার এই দলের দ্বারা যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হরু-ঠাকুরের সখী-সংবাদ প্রসিদ্ধ ছিল। সমস্যা-পূরণেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় বহুবার পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বহু সমস্যা পূরণ করিয়া তিনি প্রচুর পুরস্কার ও যশ লাভ করিয়াছিলেন। ১২১৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় একপ্রকার নিঃসহায় অবস্থায় অপরের সহায়তায় কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "শাস্ত্রী" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইঁহার সময়ে কলেজের প্রভূত উন্নতি হয় এবং যোগ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় ও সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার দানও কম নহে। "মেঘদূত", "কাঞ্চনমালা", "ভারত-মহিলা", "বেণের মেয়ে" প্রভৃতি এবং কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি এবং একবার সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

হরিনাথ দে—১২৮৪ সালের ২৯শে শ্রাবণ ২৪ পরগণা জেলার এড়েদা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি বহু ভাষাবিদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্র ছিলেন। রায়পুরের প্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর ভূতনাথ দে তাঁহার পিতা। এম-এ পরীক্ষায় ল্যাটিন ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ সালে ইংলণ্ড যান। আই, সি, এস, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া নানা ভাষা শিক্ষায় মন দেন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Classical Tripos পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ফ্রান্স, জার্ম্মান, ইটালী ও পূর্ত্তুগালে অধ্যয়ন করিয়া ২০টি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতীয় ১৪টি ভাষার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ দখল ছিল। মোট ৩৪টি ভাষা তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বিদ্বৎসমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ১৩১৮ সালের ১৪ই ভাদ্র, ইং ১৯১১ সালের ৩১শে আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্ষেমচন্দ্র বসু—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইনি পাথুরিয়াঘাটায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—১২৭০ সালের পৌষ-সংক্রান্তিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের জন্ম হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিদ্যার কৃতি ছাত্র ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন। তাঁহার রচিত 'প্রতাপাদিত্য', 'নন্দকুমার', প্রভৃতি নাটক বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি "অলৌকিক রহস্য" পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ১৩৩৪ সালে১৮ই আষাঢ় তাঁহার মৃত্যু হয়।